কেয়া মজেদার!

(প্রমোদ রঙ্গ-নাট্য।)

(ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।)

প্রণেতা

শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রকাশক

শ্রীগিরীশচন্দ্র মণ্ডল

ষ্টার থিয়েটার, কলিকাতা।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

গ্রেট ইষ্টার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্—৬।১, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ।০ চারি আনা।

মহামহিম—উদারচেতা—বন্ধুবৎসল

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজশ্রী কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহ

খয়রারাজ মহোদয় সমীপেষু।

প্রিয় সুহৃৎ!

জীবন মধ্যাহ্নের মধ্য পথে আসিয়া, সংসারের ঘাত প্রতিঘাতের সহিত কঠোর সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, যাহা কিছু দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি, শিখিয়াছি, তাহাতে যথার্থই মনে হয়, বিধাতার বিচিত্র মহিমা জড়িত এই বিশাল পৃথিবী একটী বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র। স্বার্থের ভীষণ সংঘর্ষ এরূপ প্রবলভাবে চলিয়াছে—যে—যে গণ্ডীর একটু বাহিরে পা দিয়া ফেলে সেই ঠকিয়া যায়, নির্ব্বোধ বলিয়া লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হয়, কর্ম্মকাণ্ডহীন বাতুল বলিয়া বুদ্ধিমানের চক্ষে প্রতীয়মান হয়। তাহার উপর ঐশ্বর্য্য মাদকতায় মত্ত আত্মম্ভরিতার এমন একটা দুর্দ্দমনীয় স্রোত প্রবাহিত, যে দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, যেন—তাহা অনন্তকালেও প্রতিরোধ হইবার নহে। কমলার বরপুত্র হইয়াও, অকুল সম্পদ সাগরে ভাসমান থাকিয়াও, অভাব ও অভিযোগের বিন্দুমাত্র তিক্তস্বাদ কখন না পাইয়াও, আপনি যে ভাবে আপনার অপরূপ চরিত্রটী গঠিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। অহঙ্কার আপনাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এত বড় 'ধরা' খানা আপনার নিকট 'সরা' বলিয়া প্রতীত হয় না, ধনবান ও দরিদ্রের প্রতি ব্যবহারের মর্ম্মভেদী পার্থক্য আপনাতে লক্ষিত হয় না; দশ অঙ্গুলীতে দশটী হীরক

অঙ্গুরীয় পরিয়া, ল্যাণ্ডো অথবা মটর যানে চড়িয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইলে, সে ভাগ্যবানের যেরূপ আদর অভ্যর্থনা হয়, মলিন বেশধারী, পা গাড়ীর সাহায্য গ্রহণকারী অতি দরিদ্র ব্যক্তি-রও তাহা অপেক্ষা কিছু কম সম্বর্দ্ধনা হইতে দেখি নাই। আরও একটী মহৎ গুণ আপনাতে লক্ষিত হয়। বন্ধুর প্রতি আপনার পূর্ণ সহানুভূতি আছে, বন্ধুর বেদনায় আপনি কাতর, বন্ধুর দুঃখ মোচনে আপনি মুক্তহস্ত। এই সকল নানা কারণে, আপনার গুণ-মুগ্ধ গ্রন্থকার অকিঞ্চিৎকর প্রীতি নিদর্শন স্বরূপ এই ক্ষুদ্র-গ্রন্থ আপনার মহিমামণ্ডিত পবিত্র নামে উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইল। কালধর্ম্মের রীতি অনুসারে অনেকেই হয়ত, মনে করিবেন, যে আপনার সহিত বিশেষ কিছু স্বার্থের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, প্রবল আড়ম্বরের ভান করিয়া, এই ক্ষীণ কলেবর, রঙ্গনাট্যখানি আপ-নাকে উপহার দিতেছি; কিন্তু আপনার অবিদিত নাই, যে পরি-চয়ের প্রথম দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত, কখন কোনরূপ স্বার্থের বন্ধন আমাদের উভয়ের মধ্যে নাই। যেরূপ প্রীতি ও সহানু-ভূতির মধুর গীতি আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে, জীবন-যবনিকা পতনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, যেন সেইরূপ ঝঙ্কারই শুনিতে পাই, এই আমার বিনীত প্রার্থনা।

কলিকাতা,
১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
২৬এ পৌষ, সন ১৩১৫ সাল.

অভিন্ন-হৃদয়
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

চন্দ্রধ্বজ	...	...	রত্নদ্বীপের রাজা।
প্রদোষ	...	...	রত্নদ্বীপের সন্নিকটস্থ অন্য এক রাজ্যের রাজপুত্র।
লহর	...	...	ঐ সখা।
সত্যসখা	...	...	পরী রাজ্যের সেনাপতি।

রাজপুত্রগণ ও অনুচরগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

মায়াবতী	...	...	চন্দ্রধ্বজের কন্যা।

কালা পরী।

লাল পরী।

নীল পরী।

সবুজ পরী।

পরীগণ ইত্যাদি।

কেয়া মজেদার!

(নাট্য-রঙ্গ।)

—oo—

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রঙ্গোত্থান।

(লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরী প্রভৃতি পরীগণ।)

(গীত)

যাব সব রাজবাড়ীতে, ধুম লেগেছে সেথায় আজ।
ভাল কোরে নেনা পোরে, যার যা আছে নতুন সাজ॥
সেথা উঠবে মজার ঢেউ,
আহা! বাদ যাবেনা কেউ,
বলক উঠে পড়বে ছুটে, নব অনুরাগের ঝাঁজ।
চাঁদের সুধা ঢেক্‌ খেয়েছি,
পারিজাতের হার পরেছি,
(আজ) রাজার বাড়ীর রান্না খাব, ঘুচিয়ে পরীর লাজ॥

[সকলের প্রস্থান।

(সত্যসখা ও কালা পরীর প্রবেশ।)

সত্য। ওরে, ওরে, ও কালাপরি! এরা সব সেজেগুজে দলবেঁধে চল্লো কোথা বল্ দেখি ?

কা, পরী। যায়নি; যাবার উয্যুগ কচ্ছে। কেন, তুই কি জানিসনি ? চন্দ্রধ্বজ রাজার বাড়ীতে আজ ভারি ধুম, অনেক রাজা রাজড়ার নেমন্তন্ন হয়েছে। লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরী, এরা তিনজনে দলবল নিয়ে সেইখানেই এখনি যাবে।

সত্য। রাজার বাড়ীতে আজ ধুমটা কিসের ?

কা, পরী। তাঁর পেয়ারের কুমারী—আর কুমারীই বা বলি কেন, মাগী বল্লেই ঠিক হয়; এ বয়েস পর্য্যন্ত ত কারু সঙ্গে মালা বদল কল্লেম না। বিয়ের নাম শুনলে তেড়ে বেঁকে উঠে ধনু-ষ্টঙ্কার এনে ফেলেন। রাজার তিনকুলে আর ত কেউ নেই, ওই এক মেয়ে, কাজেই যা করে তাই সেজে যায়। তার ওপর রাণী মারা গিয়ে অবধি—ধনি যেন আরও ধিঙ্গী হয়ে উঠেছেন; বাপের ওপর জোর জুলুম আদর আবদার আরও বাড়িয়ে তুলেছেন। রাজা নাকি সেদিন অনেক অনুনয় বিনয় করে জিজ্ঞাসা করেন যে তোর ব্যাপারটা কি ? চিরকাল আইবুড়ো হয়ে থাকবি এমন কথা ত কোথাও শুনিনি। শুনলুম মেয়েটী রাজার মুখের ওপর স্পষ্ট জবাব দিয়েছে, যে মনের মতন না হ'লে প্রাণ গেলেও কারুর দাসী হ'ব না। সেই কথা শুনে, রাজা নাকি আশ পাশের অনেক রাজা রাজড়ার ছেলেদের নেমন্তন্ন করেছেন, আজ একটা ভোজ দেবেন। গুণবতী কন্যাঠাকরুণ তাদের ভেতর কারুকে যদি কৃপা করে পছন্দ করেন, বাপকে চুপি চুপি জানাবেন, তারপর বিবাহের ব্যবস্থা হবে।

সত্য। এ ত' বড় বেয়াড়া ধাঁজের মেয়েমানুষ দেখছি! আপনি পছন্দ করে বর বেছে নেবে—এই কথা বাপের মুখের ওপর বল্লে! লজ্জা সরমের ছিটে ফোঁটা নেই! আমি হ'লে এক বেটা ষণ্ডামার্ক কাফ্রী ধরে এনে সামনে দাঁড় করিয়ে বলতুম, মাগো এই তোমার উপযুক্ত নাগর! যদি বিয়ে কর্ত্তে না রাজী হ'ত, হেঁটে কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে পুতে ফেলতুম। যাক্, ও কথা থাক্। রাজার বাড়ীতে লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরীর নেমন্তন্ন হ'ল, আর তুই আমি বাদ গেলুম কি রকম ?

কা, পরী। কেন বাদ গেলুম—বুঝতে পাচ্ছিসনি ? লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরী—আর তার দলকে—রাজা চন্দ্রধ্বজ ভয় করে, ভক্তি করে, ভালও বাসে। আমি কালা পরী কি না, রাজা নাকি বলে—আমার প্রাণটাও বেজায় কালা, তাই আমাকে বড় আমলে আনে না। আর তুই ত একটা ফাতুস্, তোকে ত মানেই না।

সত্য। কি! এত বড় কথা বল্লি, আমি ফাতুস্! আমাকে মানে না! এত বড় পরী-রাজ্যের বৃহৎ বিরাট বিকট সেনাপতি আমি, জোড়া বন্দুক সঙ্গে না রেখে এক পা চলিনি, আমাকে মানে না—এত বড় বুকের পাটা কার! খবরদার! অমন কথা আর মুখে আনিসনি। ফের যদি বলবি, এই জোড়া বন্দুকের গুলিতে তোকে ঘাল করে ফেলে দেবো।

কা, পরী। তা দিবি বই কি! তোর বীরত্ব আমার কাছে না হ'লে আর ফলাবি কার কাছে? তুই যদি ফাতুস্ নোস্, তবে ওদের নেমন্তন্ন কল্লে, তোর আমার খবর নিলেনা কেন ?

সত্য। হ্যাঁ, এ একটা কাজের কথা বলেছিস বটে! ভোজে

কা, পরী। খুব সোজা, খুব সোজা ; যে মেয়েমানুষের প্রাণে যত বেশী হিংসে থাকে, সে তত বেশী ভালবাসতে পারে।

সত্য। বটে বটে, তা জানতুম না, তা জানতুম না। তবে তুই আরও হিংসুটে হ’ আরও হিংসুটে হ’ ; আমায় আরও ভাল-বাস, আরও ভালবাস।

কা, পরী। রাজা চন্দ্রধ্বজ ! দেখ আজ তোমার কি দুর্দ্দশা হয়। আমি কালা পরী, আমার প্রাণ কাল বলে আমায় অবহেলা কর, এত বড় দম্ভ তোমার ! আর আর পরীদের নেমন্তন্ন কল্লে, শুধু আমায় বাদ দিলে ! আজ তোমার সুখের রাত, কি সর্ব্বনাশের প্রভাত নিয়ে শেষ হয়, খানিক পরেই দেখতে পাবে। (সত্য-সখার প্রতি) ওরে ওরে, ওই দেখ, ওরা যাবার জন্যে তৈয়ারি হয়েছে। আর দেরি করে কাজ নেই, তোর দলবল ডেকে নে, আমরাও বেরুই চল।

সত্য। তা ডাকছি, তা ডাকছি ; একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা করি ; হ্যাঁরে, প্রথমটা ভালবাসা জানিয়ে শেষটা আমাকে ঠকাবিনি ত ? তোকে ভালবেসে ফেলেছি বলে ত আর আর পরীর দল আমাকে দল ছাড়া করেছে। শেষটা তুই আমায় মজাবিনি ত ?

কা, পরী। তোর কি বিশ্বাস ?—তোকে আমি মজাতে পারি !

সত্য। খুব পারিস্, খুব পারিস্ ; প্রেম হাত ফেরতা করতে তোদের জাত সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু দোহাই ধনমণী আমার, টাটকা টাটকি বদল কোরনা, দিন কতক পুরনো হ’তে দাও। আর এ কথাও তোকে গুমোর ক’রে বলে রাখছি, আমার মতন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নাগর, মনোহর, তুই সাগর, সরোবর, প্রান্তর, কন্দর, তন্ন তন্ন করে চঁুড়-লেও পাবিনি। আমি একটা রীতিমত বীর, যুদবার সময়ও জোড়া

বন্দুক কাছ ছাড়া করিনি। বাঁশী বাজাতে জানি, বেহালা বাজাতে জানি, ঢোল বাজাতে জানি, মেয়েমানুষকে কি করে ঠাণ্ডা রাখতে হয় জানি; আমার কোন গুণটা নেই বল্ দেখি?

কা, পরী। ওরে আমার সোণার পাখি,—বেশ পড়ছিস্, বেশ পড়ছিস্। তোকে ছোলা দেব, দোলা দেব, কলা দেব, দুধ দেব আর একবার কপ্‌চাও ত। শোন্ মুখপোড়া শোন্, আমি তোকে খুব ভালবাসি।

(গীত)

তোমায় খুব ভালবাসি, তোমায় খুব ভালবাসি।
জীবন মরণ সমান ক'রে, ওই পায়ের দাসী।
(আছি) ওই পায়ের দাসী ॥

সত্য—আজকে আমার, কালকে আবার শঙ্করার হবে,
পরশু ভোরে ডাকবে হঁরে, তারেই প্রেম দেবে,
বিচার আচার নাইক তোমার, নতুন পেলেই খুব খুসী।
নাগর ব'লে স্বর্গে তুলে, শেষটা গলায় দাও ফাঁসী ॥

কা, পরী—যে রাখতে পারে, তারই দোরে বাঁধা হয়ে রই,
নারীর মানের কদর জানে, এমন পুরুষ কই,
তেমন তেমন রতন পেলে, সাগর জলে ভাসি।
হাঁসে চড়ি, হাওয়ায় উড়ি, ধরি চাঁদের হাসি ॥

উভয়ে—এগিয়ে গেছি ঢের, এখন ফেরা বড় ফের,
যোগের কাছে বিয়োগ হেরে, ভোগের চলে জের,
যদ্দিন থাকে হাসি মুখে, আয় ভালবাসি।
টাট্‌কা প্রেমে থট্‌কা এনে, করবোনা বাসি ॥

কা, পরী। খুব বাহাদুরি হ'য়েছে—নে, এইবার চল্।

সত্য। দাঁড়া, দলবল ডেকে নি। (মৃদু ঐক্যতান বাদন ও সত্যসখা কর্ত্তৃক বংশীধ্বনি করিয়া সঙ্কেত করণ।)

(সত্যসখার অনুচরগণের প্রবেশ।)

(গীত)

অনুচরগণ।—হুকুম কি ? হুকুম কি ? হুকুম কি ?
আঁধার রাতে চাঁদ ওঠাতে হাজির আছি,
হাজির আছি, হাজির আছি।

উভয়ে—রাজার বাড়ী দল বেঁধে যাব,
ভাল ক'রে তার মাথা খাব,
আমোদ বেজায় আর্জ্জকে সেথায়, সে সব ঘোচাব।

অনুচরগণ।—বাহবা বাহবা মজা, খুব রাজী খুব রাজী খুব রাজী।

সকলে—চুপি সাড়ে এক আঁচড়ে দেখিয়ে দেবো কারসাজী॥

(লাল, নীল, সবুজ ও অন্যান্য পরীগণের প্রবেশ।)

অন্যান্য পরিগণ।—হচ্চে না তা, হচ্চে না তা, হচ্চে না,—
এতটা জোর অত গুমোর থাকবে না,
থাকবে না থাকবে না,
আমরা আছি, আমরা আছি, আঁচ্চো কি ?
আঁচ্চো কি—আঁচ্চো কি ?
হাত বুলিয়ে কাজ বাগিয়ে, তাড়িয়ে দেব সব পাজি,
সব পাজি—সব পাজি।

কা, প, সত্য।—কাজটা অত নয়কো সোজা, পষ্ট বল্‌ছি তা,
ধর্‌'ব যারে, সাধ্যি কি তার সামলে ওঠে ঘা,
সকলে।—কথার ছটায় মুখের ঘটায়, এত পশার কি ?
একটু পরেই বুঝ্‌'ব সবাই কে কত কাজি—
(আমরা) কে কত কাজি ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

(প্রদোষ ও লহরের প্রবেশ।)

লহর। রাজকুমার ! এমন ধনুক ভাঙ্গা পণ কল্লে কেন বল দেখি ? রাজা চন্দ্রধ্বজ অত মিনতি করে চিটী লিখে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন, সেখানে যেতে নারাজ হচ্ছো কেন ? আর কিছু হোক্ না হোক্, খানকতক কাঁচা পাকা মুখ ত দেখা যাবে। চূড়ীর ঠন্‌ঠনানিও ত কাণে বাজবে, নূপুরের আওয়াজেও ত প্রাণ খানিকটা মেতে উঠবে। কেন ভাই এমন বেয়াড়া হচ্ছো ?

প্রদোষ। কাঁচা পাকা মুখের বড় তোয়াক্কা রাখিনা লহর ! চূড়ীর ঠন্‌ঠনানি, মলের ঝম্‌ঝমানি ঢের শোনা গেছে, ও সবে বড় মজা নাই। ভগবান যদি মতি গতি ঠিক রাখেন, ও জাতের ছাওয়া মাড়াচ্ছিনি বাবা।

লহর। কেন বল দেখি আজ বছর কতক থেকে এমন

উদাস ভাব এনে ফেলেছো ? পৃথিবীর সার রত্ন—স্ত্রীরত্ন, তাই যদি না বুকে ধর্‌তে পেলে তবে মানুষ হয়ে জন্মেছ কেন ?

প্রদোষ। পার যদি আমার মনুষ্যত্বটুকু কেড়ে নাওনা ভাই, তাতে আমি রাজি আছি। ও জাতের গোলামত্ব না কল্লে যদি চতুষ্পদের দলভুক্ত হ'তে হয়, তবে আর কি কচ্ছি বল।

লহর। এতটা চট্‌লে কেন বল দেখি ?

প্রদোষ। লহর তোমায় বল'ব কি—ও জাতের হাড় হদ্দ আমি বুঝে নিয়েছি। বাবা যখন চার জাহাজ ধন বোঝাই করে দিয়ে বাণিজ্য করতে পাঠালেন, তখনকার কথা তোমার মনে আছে ত ? সেই চার জাহাজ রত্ন শূন্য ক'রে, আমি কোন জিনিব সওদা করেছিলেম জান ? মেয়েমানুষের প্রেম, মেয়েমানুষের প্রাণ, মেয়েমানুষের চাল চলন; মেয়েমানুষের রীতি চরিত্র। আজ আমার বুকে মাথা রেখে বলছে "আমি তোমার," কাল আর একটা নূতন লোক দেখলেই আড় নয়ন মাচ্ছেন আর গা দোলাচ্ছেন। এই আমার জন্যে বুক যায়, প্রাণ যায়, পলক হারা হ'লে দুনিয়া অন্ধকার, আমার একটা ইসারায় দরিয়ায় ভাসতে ষোল আনা রাজী ; আবার দিন কতক যেতে না যেতেই শোনা গেল—সেই সুন্দরী ঠাকরুণ আর একজনের পিরীতে লট্‌পট্ খাচ্ছেন। সেই চক্ষু কপালে তুলে হাঁফ্ ছাড়া, সেই হা হুতাশ—দীর্ঘশ্বাস—সেই আছাড় পেছাড় খাওয়া, সেই সব পুরোনো ভাবের পুনরুদয়। আমি ভাই কটু দিব্বি গেলেছি, বড় সহজে কাউকে জীবন-সঙ্গিনী কচ্চিনি ; তেমন তেমন যদি পাই, তখন দেখা যাবে।

লহর। প্রাণটাকে এ রকম ক'রে কত কাল ফাঁক ক'রে

রেখে দেবে ভাই? এই ভরা যৌবনে বসন্তের কোকিল যখন কুহু কুহু ক'রে সাড়া দেবে, ফুরফুরে হাওয়া যখন চোখে মুখে এসে লাগবে, তখন কি দিয়ে মনটাকে ভরিয়ে রাখবে তা'ত বুঝছিনি।

প্রদোষ। তুমি দেখনা, আমি শীগ্‌গিরই রীতিমত একটা নায়ক হ'য়ে পড়ছি। সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া, আগুনের মধ্যে পড়া, বুক পেতে বাজ ধরা, এই রকম গোটা দুচ্চার কাজ আমায় কত্তেই হবে, তারপর হয় হিমালয়ের শৃঙ্গ থেকে, না হয় পাতাল ভেদ ক'রে একটী মনের মতন সুগোল, নিটোল ডউলসই নায়িকা খুঁজে বার কচ্চি; তাকে নিয়ে এমন চুটিয়ে প্রেম করবো যে মূর্ত্তিমান আদিরস থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বল্‌বে—দোহাই, আমায় রক্ষা কর। আদত কথাটা কি জান, পয়সায় যাকে পাওয়া যায়, বা সোজায় যে জিনিষ লাভ হয়, সে সব নিয়ে বড় মজাও হয় না, আর সে প্রেম বড় টেকেও না।

লহর। কি রকম নায়িকা তোমার পছন্দ তা জানতে পারি কি?

প্রদোষ। তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তোমায় একটু আভাস বল্‌তে আমার আপত্তি নাই। যা'কে পাবার জন্যে অনেক বিপদ আপদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে হবে, প্রাণ নিয়ে খুব খানিকটা টানাটানি চলবে, পৃথিবী জুড়ে নাম বেজে যাবে, এমন একটী সুন্দরী যদি পাই তাহলে একহাত বেয়ে চেয়ে দেখি। কোথাও কিছু নাই, চতুর্দ্দোলা চড়ে বাজনা বাদ্যি ক'রে মেয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হলেম, বাঁ ক'রে সাতপাক ঘুরিয়ে দিলে, চিড়িং চাড়াং, ফিড়িং ফাড়াং ক'রে কি সব মন্ত্র আওড়ালে—ব্যস্, চিরজন্মের মত বাঁধন পড়ে গেল, এতে আমি রাজি নই ভাই

লহর। রাজা চন্দ্রধ্বজের কন্যা রত্নটীও বড় সামান্য ধনী নয়। তিনি বলেন কি জান, আমার যোগ্য পুরুষ ত দেখতে পাইনে; পুরুষগুলো ত ভেড়ার দল, আমায় দাসী করবার উপযুক্ত কে আছে।

প্রদোষ। তাই নাকি! তাহলে একহাত দেখতে ক্ষতি নাই। কিন্তু লহর, বেশ জেনে রেখ যে মেয়েমানুষ মুখে যত দাপট করেন, তিনি তত আগে ধরা দেন, আবার যখন ধরা দেন, তখন এমন জড়িয়ে পড়েন, যে রোজ দুশটা ক'রে লাথি মাল্লেও পুষ্প-বৃষ্টি হচ্চে বলে পা দুটো জড়িয়ে পড়ে থাকেন। আচ্ছা তোমার প্রেম ট্রেম করতে ইচ্ছা হয় না? তুমি কি রকম নায়িকা চাও বল দেখি?

লহর। ও পিরীত প্রণয়ের তুফান তোলা নায়িকা আমার দরকার নাই ভাই, আমরা হলেম ছোট খাট পান্‌সি, তরঙ্গের ঠেলায় খান্ খান্ হ'য়ে যাব। আমার ভাই কস্তাপেড়ে সাড়ি পরা, হাতে দুগাছি সাঁকা, মাথায় খানিকটা সিঁদুর, বড় জোর কপালে একটী টিপ। এই রকম হ'লেই আমি খুসি আছি। নিজের হাতে দুটো তরকারীই রেঁদে দিলে, খাবার সময় পাতের কাছে বসে পাখাখানা দুচার বার নাড়লে, ঝগড়া বিবাদের মধ্যে বড় জোর নথটা দুলিয়ে দুবার ঝঙ্কার ক'রে উঠল। সত্যি বল দেখি, এ রমক জীবন ভাল, না, প্রেয়সী আমার দিন রাত এলিয়েই পড়ছেন, তুলে খাওয়াতে হবে, অতি সন্তর্পণে আঁচিয়ে দিতে হবে, তাঁর মর্জ্জি হ'ল তবে দুটো সোহাগের কথা কইলেন, এ রকম নায়িকা ভাল?

প্রদোষ। কতকগুলো বাজে বচন শিখে রেখেছ বইত নয়;

রাজা চন্দ্রধ্বজের বাড়ীতে যদি যেতে হয় তা হলে আর দেরি করে কাজ কি ?

লহর। যখন যাবার জন্যে সাধ্যি সাধনা কচ্ছিলুম তখন ত উড়িয়েই দিয়েছিলে ; হঠাৎ এতটা ধীর হয়ে পড়লে কেন ?

প্রদোষ। কি রকম মেয়েমানুষটা একবার দেখাই যাক্ না। তার যোগ্য পুরুষ পৃথিবীতে নাই—এত বড় কথা যে মুখে আনতে পারে, তার বুকের পাটা ত নেহাত কম নয়। রাজকুমারীর চাল চলনটা কি রকম একবার বুঝে আসতেই বা দোষ কি ?

(লাল পরী, নীল পরী ও সবুজ পরীর প্রবেশ।)

লাল। যাবে নাকি, তোমরা রাজা চন্দ্রধ্বজের বাড়ীতে নেমন্তন্নে যাবে নাকি ?

নী, পরী। যদি যাও তো আমাদের সঙ্গে এস।

স, পরী। রাজকুমারটি তোমারই যোগ্য।

প্রদোষ। পরীর দল আজ কাল ঘটকীগিরী কাযে ব্রতী হয়েছেন তা'ত জানতেম না ; আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবার জন্যে তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন গা ?

লা, পরী। মেয়েটী বড় বেয়াড়া, বাপের কথা মানে না। যৌবনে পা দিয়েছে তবু বিবাহ কত্তে চায় না ; তোমার মতন সুন্দর পুরুষ যদি এ কাজে হাত দেয় তা হলে বোধ হয় তাকে টিট করে দেওয়া যায়।

লহর। ঠাউরেছ ঠিক। তিনিও যেমন বেয়াড়া, আমাদের রাজকুমারও তেমনি ছ্যাঁচড়া ; যদি মেলাতে পার কাজটা খুব চুটিয়ে হয়ে যাবে।

নী, পরী। তবে আর দেরি করে কাজ নাই, আমাদের সঙ্গে এস।

প্রদোষ। কেন বল দেখি, আমরা কি কাণা নাকি যে, পথ চিনে যেতে পারবো না ? তোমরা এগোও, যেতে হয় আমরা পরে যাচ্ছি।

স, পরী। তা বেশ, তা বেশ ! কিন্তু খুব সাবধানে, বড় সন্তর্পণে পা ফেল।

লহর। তোমরা হঠাৎ এসে আত্মিমো হয়ে এতটা হুম্‌কি দেখাচ্ছ কেন ! কিছু মতলব আছে নাকি ?

লা, পরী। যিনি যত বড়ই দাম্ভিক পুরুষ হ'ন, তা'কে দেখলে মজ্‌তে হবেই হবে।

নী, পরী। তার পায়ে লুটিয়ে পড়বেই পড়বে।

স, পরী। তার কাছে দাসখৎ লিখবেই লিখবে।

(পরীত্রয়ের গীত)

সে সোজা মেয়ে নয়, সে সোজা মেয়ে নয়।
মুখখানি তার হাসি-মাখা চোখে কথা কয় ॥
দিন দুপুরে দেখায় চাঁদ,
রূপেতে তার মোহের ফাঁদ,
রঙ্গ ভরা অঙ্গ বেড়ে প্রেমের উজান বয় ॥
পুরুষ দেখে ঠেকার করে,
পা ফেলেনা মাটির পরে,
গুমোরে তার ধরাখানা সরার মতন হয় ॥

প্রদোষ। যথেষ্ট হয়েছে, তোমরা এগোও আমরা পাছু নিচ্ছি।

৯ম, পরী। বেশ আমরা যাচ্ছি, কিন্তু দেখো রাজকুমার, ভাল করে বুক বেঁধে আসতে ভুল না।

১০মী, পরী। বন্ধুটিকে সঙ্গে নিয়ে যেও, কি জানি যদি তেমন তেমন হয়, সঙ্গে একজন থাকলে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনবে।

১১শ, পরী। চোকে ঠুলি এঁটে গেলেই ভাল হয়; সেরূপ যে দেখবে, তার ঘরে ফেরা বড় সোজা নয়।

লহর। তোমাদের ভাব ত কিছু বুঝতে পাল্লেম না বাবা; এই বলছো, রাজকুমার মনে কল্লে তাকে টিট বানিয়ে ছাড়বে; আবার বলছো, তাকে দেখলেই মজতে হবে; বরাতে যা আছে হবে, তোমরা সরে পড় দেখি, তার পর যা হয় আমরা কর্চ্ছি।

(অন্যান্য পরীগণের প্রবেশ ও গীত।)

এস ধীরে এস ধীরে।

গরবের ভরে ভুলে আপনারে, ডুবায়োনা তরি তীরে॥

লভিবে যদি সে রমণী রতন,

হ'তে হবে তার মনেরি মতন,

লাজ মান ভয়ে দাও বিলাইয়ে,

চেয়োনাক পাছু ফিরে॥

কাছে গিয়ে যদি ফিরে এস চলে,

আকুল পিয়াসা চরণেতে দলে,

জনম ফুরাবে জ্বালা নাহি যাবে,

সাগর সৃজিবে নয়নের নীরে॥

[সকলের প্রস্থান।

প্রদোষ। দেখ লহর! আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, রাজা চন্দ্রধ্বজের বাড়ীতে আজ একটা হুলস্থুল ব্যাপার হবে। লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরী যখন আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে এখান পর্য্যন্ত এসেছে, এর ভেতর কিছু না কিছু আছেই।

লহর। চক্ষু কর্ণের বিবাদ রাজা চন্দ্রধ্বজের বাড়ীতে গিয়েই মেটান যাক্ চল। এখানে দাঁড়িয়ে মিছে আন্দোলনের দরকার কি?

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

চন্দ্রধ্বজের উদ্যান বাটী।

(মায়াবতী)

মায়া। কেন বল দেখি—এতটা কিসের? প্রাণটা কি কাণাকড়ি দিয়ে কেনা নাকি? যিনি অনুগ্রহ ক'রে হাত বাড়াবেন তাঁকেই দিতে হবে? তারপর ঘাড়ে ধরে নিয়ে যাবেন, নতুন নতুন প্রথম দিন কতক পতি-প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাবেন, তারপরেই হেঁসেলে ঘরে ঢোকাবেন, সব চাকরাণী ছাড়িয়ে দেবেন, ভোরবেলা বাড়ীতে এসে ঢুকবেন—আমি শালী সারারাত চোখের জলে আঁচল ভেজাব, খাবারটী কোলে করে বসে থাকব—কখন তিনি কৃপা করে এসে ভক্ষণ করবেন। এতটা জুলুম—এতটা হেনস্থা—নাই সইলুম। কারুর ধার ক'রে খেয়ে ত এত বড়টা হইনি! দাসী হবার জন্যে এতটা মাথাব্যথা কিসের? দিন কি যাবে না নাকি? আমি বেশ আছি—থাকবও বেশ; নিজের প্রাণটুকুর ভেতর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিজেই রাজা হ'ব, নিজেই রাণী হ'ব, নিজেই প্রজা হ'ব। সে কি মন্দ মজা নাকি?

(গীত।)

ছোট খাটো বুকের ভেতর পাতবো আমি রাজার ঘর।
মুটো ভোরে রক্ত দেব, হোক্না আমার আপন পর ॥
পিরীত করার ধার ধারি নি,
ভালবাসার নাম জানি নি,
পাপ্‌ড়ি ছিঁড়ে ফেলি দূরে, মারতে এলে ফুলশর ॥
কোকিলার কাণ কেটে দিই,
মলয়ার ভাব কেড়ে নিই,
(আমি) আপনি রাজা আপনি রাণী,
আমার বেজায় দর ॥

(চন্দ্রধ্বজের প্রবেশ।)

চন্দ্র। মা'ৎতি! তুমি হেথায়? তোমার সঙ্গিনীরা কোথায় গেল?

মায়া। সঙ্গিনী টঙ্গিনী বড় ভাল লাগে না বাবা, আমি এক্‌লাই বেশ আছি।

চন্দ্র। শোন মা, আমার অনুরোধ—আজ আর বালিকার আচরণ ক'রোনা। অনেক রাজপুত্র নিমন্ত্রিত হয়ে আস্‌ছেন। লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরী, এঁদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, তাঁরাও আসছেন। পরীর দল তোমায় অত্যন্ত ভালবাসে। দেখো মা আজ যেন চঞ্চলা হয়োনা—উৎসবের আনন্দে ব্যাঘাত দিও না।

মায়া। বাবা, তুমি আমার জন্তে এতটা কচ্চো কেন বল

দেখি? আমি কি কিছু কষ্টে আছি, মনে কর? আমার কোন অভাব নেই।

চন্দ্র। কেন মা, আবার এ সব কথা কেন? তুমি ত বলেছ তোমার মনের মতন হ'লে তুমি তা'কে বিয়ে করবে। সেইজন্যই আজ এই ভোজের আয়োজন ক'রে সুন্দর সুপুরুষ রাজপুত্রদের আহ্বান করা হয়েছে। তুমি দেখ—যাকে তুমি মনোনীত করবে, তারই সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব। আমি শপথ করেছি, এখনও কচ্চি—তোমার অমতে কোন কাজ কর্‌বো না।

মায়া। বেশ ত—দেখাই যাক্—কে কি রকম প্রাণ নিয়ে আসেন—তারপর বোঝা যাবে। কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট বলে রাখছি বাবা, খালি হীরের আংটীর চটকে আর মোড়েশা পাগড়ির জমকে আমি ভুল্‌ছি না। ভেতরে যার কিছু সম্পত্তি থাক্‌বে সেই আমার পতি হবে।

(গীত।)

ঢের দেখেছি জুড়ি চড়া আংটী পরা রাজা।
ভেতর দিকে পচা ধসা ওপরটা তার তাজা॥
কেবল বোসে গোঁপেতে তা,
চাল অভাবে রাজ্যে হা হা,
প্রজা মরে অনাহারে নিজের বেলায় সরভাজা॥
ছুঁড়ী পেলেই আন্‌চে টেনে,
রাখ্‌চে পুরে ঘরের কোণে,
প্রথম প্রথম রেজার রকম বছর গেলেই খুব সাজা॥

পাই যদি ঠিক পুরুষ পরেশ,
বল্‌তে যারে পারি সরেস,
কেশ খুলে তার পা পোঁছাব কয়বো প্রাণের রাজা ॥

চন্দ্র। ঐ দেখ মা, লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরী, আস্‌ছেন। ওঁদের সামনে কোনরূপ চপলতা ক'রনা।

মায়া। এই ত গোড়ায়ই গলদ ক'চ্চ বাবা। প্রাণের ভাব চেপে রেখে দাগাদারি করি কি করে ?

(লাল পরী, নীল পরী ও সবুজ পরীর প্রবেশ।)

পরীগণ। মহারাজের জয় হোক—রাজকুমারীর মঙ্গল হোক।

চন্দ্র। আমার পরম সৌভাগ্য ! আপনাদের পদার্পণে আজ পুরী পবিত্র—আমি কৃতার্থ—আমার একমাত্র কন্যাও কৃতার্থ।

লা, পরী। আমি আশীর্ব্বাদ কচ্চি—রাজকুমারী চিরযৌবনা হবেন। কুমারীর রূপের প্রভায় অন্ধের চক্ষুও ঝলসিত হবে।

নী, পরী। আমি আশীর্ব্বাদ কচ্চি—রমণীর সমস্ত সদ্‌গুণে রাজকুমারীর হৃদয় পূর্ণ হবে।

স, পরী। আমি আশীর্ব্বাদ কচ্চি—রাজকুমারীর সতীত্ব গৌরবে বংশের মুখোজ্জ্বল হবে।

(সত্যসখা ও কালা পরীর প্রবেশ।)

সত্য। তাই ত মহারাজ, আশীর্ব্বাদের যে বেজায় আওয়াজ চল্‌ছে দেখ্‌ছি ! ঠাওরান্‌ কি ? সত্যিই কি ফানুস মনে করেন নাকি ? সাবধান—সাবধান—আর রক্ষে নেই—এই জোড়া বন্দুক বার কল্লেম। দুবার গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ, আর সব ম্লান।

কা, পরী। তুই ত বড় নির্লজ্জ দেখ্‌ছি—পরের জায়গায় এসেও নিজের মান ঠিক রাখতে পারিস না। চুপ্ করে এক-দিকে দাঁড়া—আমি কথা কচ্ছি।

সত্য। কেন? আমি কি কথা কইতে জানি নি নাকি? এই পরীরদলের সাম্‌নে আমার অপমান করিস? আমার দোষ নেই—তুইও গেলি। জোড়া বন্দুক তোরই উপর দাগতে হ'ল দেখছি।

চন্দ্র। স্থির হ'ন, স্থির হ'ন্, সেনাপতি মশায়! অনুগ্রহ ক'রে এ অধীনের ভবনে পদার্পণ করেছেন—পান করুন—আহার করুন—আমোদ করুন॥

কা. পরী। মহারাজ, এতটা আপ্যায়িতের প্রয়োজন কিছু বুঝ্‌ছিনা। লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরী, আর তাদের দলবলকে নিমন্ত্রণ কল্লেন। কেবল আমরা দুজনে বাদ পড়লেম কেন? কারণটা জানতে পারি কি?

চন্দ্র। রাজা চন্দ্রধ্বজ মিথ্যাবাদী নয়—জীবনে কখন অস-ত্যের প্রশ্রয় দেয় নি। যথার্থ কারণ এখনই নিবেদন কচ্ছি—যদি অপরাধী হই—মার্জ্জনা করবেন।

সত্য। অত ভূমিকার দরকার নেই—যা বলবে শীগ্‌গির বল—নইলে এই জোড়া বন্দুক!

চন্দ্র। কালা পরীর চরিত্রে আমরা সকলেই অসন্তুষ্ট। হিংসা ও কুটিলতায় কালা পরীর প্রাণ পরিপূর্ণ, সমাজে ওঁর স্থান হওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়। আর আপনি ওঁর প্রিয় সহচর বলে এ উৎসবে আপনাকে আহ্বান করা যুক্তিসিদ্ধ মনে করিনি।

সত্য। বটে, যত বড় মুখ তত বড় কথা। তুমিও গেলে—

রাজকুমারীও গেল—আর যে যেখানে আছে সবাই গেল। এই জোড়া বন্দুক বের কল্লুম!

কা, পরী। তুই যদি আর একটা কথা কইবি, তোর মুখ এইখানে গুঁজড়ে ধরবো।

সত্য। তা ধরবি বৈ কি। আমার এমন সোণাপানা মুখ-খানা গুঁজড়ে ধরে থেঁত করে দিবি, আর আমায় কেউ পছন্দ করবে না, তখন আমি কি করবো?

কা, পরী। শোন রাজা, মনে করেছ লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরীর আশীর্ব্বাদের জোরে তোমার সব আপদ বিপদ কেটে যাবে, তাই আমাদের এত অবহেলা করেছ—না? কিন্তু তা হচ্ছে না। ওদেরও যেমন কথার নড় চড় হয় না—আমাদেরও ঠিক তাই। স্বীকার কচ্ছি—তোমার কন্যা চিরযৌবনা হবে—কিন্তু যৌবন উপভোগ করা ওর অদৃষ্টে হবে না। আমি অভিশাপ দিচ্ছি তোমার কন্যা এখনই ঘুমিয়ে পড়বে—একশ বছর সে ঘুম ভাঙ্গবে না—তুমিও একশ বছর অচেতন হয়ে থাকবে। এই রমণীয় রাজপ্রাসাদ বেষ্টিত সুরম্য উদ্যান ভীষণ অরণ্যে পরিণত হবে—সূর্য্যালোক হেথা প্রবেশ করবে না। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্যজন্তু মনের আনন্দে বিচরণ করবে। বড় উৎসাহে আজ উৎসবের আয়োজন করেছ—এ উৎসব কয়েক দণ্ডের মধ্যেই ঘোরতর বিষাদে আচ্ছন্ন হবে। এই আমি গণ্ডী দিয়ে যাচ্ছি—এই গণ্ডীর মধ্যে যে কোন মানুষ পা দেবে সে তখনই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়বে। ব্যস্—আমাদের কাজ হয়েছে—আমরা চল্লুম।

সত্য। এত হ্যাঙ্গাম হুজুকে কি দরকার ছিল? তুই এক

যার মুখের কথা খসিয়ে বল্ না এই জোড়া বন্দুকে সব সাবাড় করে দিয়ে যাই।

কা, পরী। কোন কথা কস্ নি—আমার সঙ্গে চলে আয়।

সত্য। তাই চ, তাই চ; আমি ত তোর নেজুড় ধ'রে আছিই। [সত্যসখা ও কালা পরীর প্রস্থান।

চন্দ্র। একি বিভ্রাট! উৎসবের আনন্দে আজ একি বিঘ্ন! কি হ'বে? উপায় কি? এরূপ ঘোরতর সর্ব্বনাশ হ'বে, স্বপ্নেও তা ভাবি নি। মা, মা, তোর অদৃষ্টে এই ছিল!

মায়া। তুমি কেন ভাবছ বাবা, একশ বছর না হয় ঘুমু-ঘুমই বা, তাতে আর হয়েছে কি? আমার জীবন ত এক রকম জেগে ঘুমিয়েই কাটছে।

লা, পরী। রাজা চন্দ্রধ্বজ, আজকের এ দুর্ঘটনায় আমরা সকলেই দুঃখিত; কিন্তু উপায় নাই, কালা পরী যা বলেছে তা ফলবেই ফলবে। তুমি আর তোমার কন্যা এখনই নিদ্রিত হয়ে পড়বে, একশ বছরের মধ্যে সে ঘুম আর ভাঙ্গবে না। এই সুন্দর রাজপুরী অতি শীঘ্রই বাঘ ভাল্লুকের আবাস স্থান হবে। শুধু তাই নয়!—এই একশ বছরের মধ্যে কালা পরীর গণ্ডীর ভেতর যে কেউ এসে পা দেবে সেই অচেতন হয়ে পড়বে—শত বৎসরের মধ্যে তার চেতনা হবে না।

চন্দ্র। কি সর্ব্বনাশ! নিমন্ত্রিত রাজপুত্রেরা এক এক ক'রে এখনই আসবেন, তাঁদের কি গতি হবে?

নী, পরী। শুনলেন ত মহারাজ, কালা পরীর গণ্ডীর ভেতর যে পা দেবে সেই একশ বছরের মতন ঘুমিয়ে পড়বে। অগত্যা: এর কোন প্রতিবিধান নাই।

স, পরী। কিন্তু মহারাজ, যদি কোন রাজপুত্র সেই ভীষণ অরণ্যানী ভেদ ক'রে, সিংহ ব্যাঘ্রের ভয়ে সঙ্কুচিত না হ'য়ে, সাহসে ভর ক'রে, এই রাজপুরীতে প্রবেশ কর্ত্তে পারেন, আর নিদ্রিত রাজকুমারীর অঙ্গ স্পর্শ ক'রে, নাম ধরে ডাকতে পারেন, তা হলে সেই মুহূর্ত্তেই কুমারীর চেতনা হবে, আপনারাও নিদ্রাভঙ্গ হবে; প্রাসাদবেষ্টিত ভীষণ বনরাজিও আবার ফলে ফুলে সুশোভিত হবে।

লা, পরী। শুনুন মহারাজ, কালা পরীর প্রিয় সহচর সত্য-সথার নিকট একখানি মন্ত্রপূত তরবারি আছে, সে তরবারি হাতে করে ব্যাঘ্র ভল্লুকের সম্মুখে উপস্থিত হ'লে, কোন বন্যজন্তুর সাধ্য নাই যে আক্রমণ করে। আর কালা পরীর কাছে মায়া কানমের একটী গোলাপফুল আছে, সেটি যেখানে ছোঁয়াবে, সেই থানেই রাশি রাশি গোলাপ ফুল ফুটে উঠবে। আর একটী চাবি আছে, তার সাহায্যে যে কোন রুদ্ধদ্বার মুহূর্ত্তে উদ্ঘাটিত হবে।

মায়া। বাবা! বাবা! আমি আর দাঁড়াতে পাচ্চিনি, অঙ্গ যেন অবশ হ'য়ে আস্‌ছে—নিদ্রায় আচ্ছন্ন হচ্চি—চোখ চাহিবার আর শক্তি নাই। (নিদ্রিতা হওন)

চন্দ্র। এ কি! এ কি! হঠাৎ এত ঘুম কোথা থেকে এল! দেহে যেন বিন্দুমাত্র বল নাই, শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য অঙ্গ যেন লালায়িত হ'য়ে পড়্‌ছে। (নিদ্রিত হওন)

লা, পরী। রাজা চন্দ্রধ্বজ আমাদের বড় বন্ধু ছিলেন। কালা-পরীর বিরাগভাজন হ'য়েই তাঁর এই সর্ব্বনাশ হ'ল। এখন উপায়?

নী; পরী। রাজকুমার প্রদোষের সাহায্য ভিন্ন কুমারীর

চেতনা হওয়া অসম্ভব। নির্জ্জনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গাবার উপায় তাঁকে বলা যাক, দেখি তিনি কত দুর কি করেন।

স, পরী। চল আমরা একটু অন্তরালে যাই। নিমন্ত্রিত রাজপুত্রেরা একে একে আস্‌ছেন বোধ হয়।

[পরীগণের প্রস্থান।

(১ম রাজপুত্রের প্রবেশ।)

১ম রা, পু। এ কি রকম বাবা! রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণে আসা গেল, কারুর সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্চেনা যে! এ কি! রাজা চন্দ্রধ্বজ এক পাশে চোখ বুজে পড়ে আছেন, রাজকন্যাও গভীর নিদ্রায় মগ্ন, এ রকমখানাটা কি? ডেকে একবার সাড়া নেওয়া যাক। (চন্দ্রধ্বজের নিকট অগ্রসর) তাইত! কি হ'ল বাবা! এত ঘুম হঠাৎ কোত্থেকে এল! চোখ চাইতে পাচ্চিনি যে, এইখানেই একটু শুয়ে পড়া যাক্। (নিদ্রিত হওন)

(২য় রাজপুত্রের প্রবেশ।)

২য় রা, পু। এ কোথায় এলুম্ বাবা! নিমন্ত্রণ বাড়ী এ রকম নিঃঝুম কেন? ঐ না রাজা চন্দ্রধ্বজ, ঐ না রাজকন্যা মায়াবতী! ও পাশে আবার একটা শুয়ে কে? কারও যে সাড়া শব্দ নাই দেখ্‌ছি। বুঝিছি, বুঝিছি—দেদার মদ চালিয়ে নেশার ঝোঁকে কাত হ'য়ে পড়েছেন—একটু নাড়া চাড়া দিয়ে দেখি। (অগ্রসর হওন) আরে ম'ল, হঠাৎ চোখ এত জড়িয়ে এল কেন বাবা! এ যে বেজায় ঘুমের আমেজ দেখ্‌ছি। দাঁড়াতে পাচ্চিনি—এইখানেই একটু শয়ন করা যাক। (নিদ্রিত হওন)

(৩য় রাজপুত্রের প্রবেশ।)

৩য় রা, পু। এ কি অপরূপ দৃশ্য বাবা! গড়া গড়া শুয়ে সব নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে! ঐ যে রাজা চন্দ্রধ্বজ—ঐ যে রাজকন্যা—পাশে ও দুটো প'ড়ে কে? এত মজা মন্দ নয়! এগিয়ে একটু দেখিই না ব্যাপারটা কি? (নিকটে আগমন) এ কি হ'ল! মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল কেন? হঠাৎ এত ঘুম এসে পড়ল কেন? চার রাত্তির সমান টানে জেগে ফুর্ত্তি করা গেছে—এত ঘুম ত কথন পায়নি বাবা! গেলুম যে—দাঁড়াতে পাচ্ছিনি যে—এইথানেই শুয়ে পড়া যাক। (নিদ্রিত হওন)।

(৪র্থ রাজপুত্রের প্রবেশ।)

৪র্থ রা, পু,। রাজকন্যা মায়াবতী আমার হাত ছাড়াতে পাচ্ছে না বাবা। চার চার বার ভাটকে দিয়ে নারকেল পাঠিয়েছিলেম, পায়ে করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। আজ যথন নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনেছে, তথন আর যায় কোথা? গোঁফটায় আর একটু তা দিয়ে নিই। মুথথানায় পেউড়ীত মেথেইছি, তবু এক বার ঝেড়ে ঝুড়ে নিই। একি! সারি সারি সব মুদ্দরের মতন পড়ে কেন? একটু এগিয়ে দেথা যাক। (নিকটে আগমন) ঘুম—ঘুম—বেজায় ঘুম—গেলুম—গেলুম—এই থানেই শয়নে পদ্মলাভ করা যাক। (নিদ্রিত হওন)।

(প্রদোষ ও লহরের প্রবেশ।)

লহর। রাজকুমার। ব্যাপার কিছু বুঝতে পাচ্ছ? রাজা চন্দ্রধ্বজ একপাশে প'ড়ে, রাজকন্যা ঘুমে অচেতন, নিমন্ত্রিত রাজপুত্রদের সাড়াশব্দ নাই। ভাল ভাল থাবার, ভাল ভাল মদ অযত্নে পড়ে কাঁদছে, কারথানা কিছু নূতনতর দেথছি।

প্রদোষ। আস্‌বার আগেই আমি ত, তোমায় বলেছিলুম, আজ একটা কিছু বিচিত্র ঘটনা ঘটবেই। এর ভেতর যাদুমন্ত্র কিছু চলেছে, তার আর সন্দেহ নাই।

লহর। এগিয়ে দেখব নাকি ?

প্রদোষ। না, না, অমন কাজ ক'রনা। ভাল করে তলিয়ে একটু বোঝা যাক।

(লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরীর সদলে প্রবেশ গীত।)

সামলে থেক, এগিও নাক, বাড়িও না আর পা।
ঘুমের ঘোরে প'ড়বে ঘুরে, গুলিয়ে যাবে গা॥
কালা পরী গণ্ডী দিয়ে,
রাজার মেয়ের ঘুম পাড়িয়ে,
আগাগোড়া সব মজিয়ে, গেছে চলে দেখ্‌চ'তা॥
তুমি এসে জাগিয়ে তুলে,
ঘুমের বাঁধন দেবে খুলে,
চুপি চুপি এস চলে, হেথায় কিছু বল্‌ব না॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনপ্রান্ত।

(প্রদোষের প্রবেশ।)

প্রদোষ। কি আশ্চর্য্য! কালা পরীর অভিশাপের এত জোর, তা আমি জানতেম না! রাজা চন্দ্রধ্বজের অমন সুন্দর রাজ-প্রাসাদ কি ভয়ানক বন জঙ্গলে আচ্ছন্ন হয়েছে! মনুষ্য সমাগম দূরে থাক, হিংস্র পশুগণ তথায় অবাধে বিচরণ করছে। রাজা নিদ্রিত, রাজকুমারী মায়াবতী নিদ্রিতা, নিমন্ত্রিত রাজপুত্রগণও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন! শত বৎসরের মধ্যে চেতনা হবার সম্ভাবনা নাই। লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরী, চন্দ্রধ্বজ রাজার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী, রাজকন্যাকেও তারা খুব ভালবাসে। ঘুম ভাঙ্গাবার ভার আমার উপর অর্পিত হয়েছে, কিন্তু যে যোগাযোগের প্রয়োজন, আমার দ্বারা তা সম্ভব হয় কি ক'রে? মায়া-তরবারি, মায়া-ফুল, মায়া-চাবী এ সমস্ত সংগ্রহ করতে পাল্লে—তবে ত, আমি মায়াবতীর নিকট উপস্থিত হ'তে পারব! ঐ তিনটি জিনিস কালা পরীর যাদু বিদ্যার প্রধান অস্ত্র; তাকে ভুলিয়ে—তার সঙ্গে মিলে মিসে—এ সমস্ত যোগাড় করা বড় সোজা ব্যাপার নয়! লহর ত, খুব লম্বা চওড়া কথা কইলে, বল্লে, এসব আমি যেমন ক'রে পারি বাগিয়ে এনে দেব! তারপর ত, ক'দিন আর তার দেখাই নাই! এখন করা যায় কি? যেমন কাজ খুঁজছিলেম ভগবান তা মিলিয়ে দিয়েছেন।

এই রকম বিপদ আপদ মাথায় ক'রে—খুব.খানিকটা সাহসের পরিচয় দিয়ে—জীবন-সঙ্গিনী কর্‌তে পারা যায়, তবেই তাকে প্রাণখুলে প্রাণেশ্বরী বলে ডাকতে পারি।

(লহরের প্রবেশ।)

কি রকম খানা তোমার বল দেখি লহর ? ছাতি ফুলিয়ে আশা দিয়ে গেলে—কালা পরীর কাছ থেকে তলওয়ার, ফুল, চাবি বাগিয়ে এনে দেবে, তারপর ত, ক'দিন আর সাড়া শব্দ নাই ! আমার ত, এখন প্রাণ যায়, কি উপায় হয় বল দেখি ?

লহর। এ ক'দিন কি আর আমি নিশ্চিন্দি ছিলেম ? কালা পরীর পাছু পাছু ঘুরেছি, মুখের হাই ধরেছি, গায়ের ধূলো ঝেড়েছি, জামার বোতাম এঁটে দিয়েছি, কচুরি, মেঠাই, জিলিপি, পান্তুয়া চব্যচষ্য ক'রে খাইয়েছি, পরীচাঁদ আমুষের ফাঁদে এসে ঠিক পা দিয়েছেন ! আজকালের মধ্যেই তলোয়ার, ফুল, চাবি ঠিক এনে হাজির কচ্চি।

প্রদোষ। কি রকম ! কি রকম ! পরীকে পিরীতে ফেলেছ নাকি ? তোমার বাহাদুরি আছে ভাই !

লহর। তুমি কি আমায় একটা কেও কেটা প্রেমিক ঠাওরাও নাকি ? এইবার দেখনা—পরীর পীটে চড়ে আসমানে আসমানে উড়ে বেড়াব, জ্যোৎস্নার সরবৎ আর সুধার হালুয়া ভিন্ন আর কিছু খাব না, নরলোকের আর বড় তোয়াক্কা রাখছিনি।

প্রদোষ। আসল কথা ফেলে রেখে পরীর প্রেমে মেতে উঠলে নাকি ?

লহর। এঁ্যা—তুমি নেহাত নাবালক ! প্রেম-শাস্ত্রের বর্ণপরিচয় হয় নি, অথচ আপনাকে দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলে পরিচয় দাও ?

মেয়েমানুষের কাছে কায আদায় করতে হ'লে, তাকে পিরীতে না ফেল্লে হয় কি? বাপু বাছা, মা মাসী প্রভৃতি যাবতীয় সম্বোধন ক'রে যে কায একশ, বছরে বাগান, যায় না, একটু নেওটাপানা দেখিয়ে, হ'ল বা কাপড়টা কুঁচিয়ে দিয়ে, হ'ল বা চুলটী আঁচড়ে দিয়ে, হ'ল বা ছুটো পান সেজে থাইয়ে—প্রাণ প্রেয়সী—হৃদয় শশী ভালবাসি, এমনি দু'চারটা ডাক দিয়ে—মনের চাবিটা একবার খুলে নিতে পারলে—সেই কাজ হপ্তা খানেকের মধ্যে হাঁসিল ক'রে নেওয়া যেতে পারে। অনেক ভেবে চিন্তে প্রেমের অভিনয় সুরু ক'রে দেওয়া গেল। একটা মজা দেখলেম ভাই, নিজের জাতের মেয়েমানুষের চেয়ে, বেজাতের মেয়েমানুষকে শীগ্‌গীর লটকান যায়। আমি ত গোড়ায় ঘেঁসতেই ভয় করেছিলেম, ভেবেছিলেম কি জানি বাবা, ঠোটে ক'রে পাহাড়ের উপর তুলবে—কি পাখনা নাড়া দিয়ে সমুদ্রের ভেতরই ফেলবে! কিন্তু দেখলেম তা নয়, অতি সহজেই বাগে এসে গেল।

প্রদোষ। তুমি কি তলোয়ারের কথা, ফুলের কথা, চাবির কথা, কিছু তুলে ছিলে নাকি?

লহর। না; একেবারে আঁতের কথা ভাঙতে আছে কি? ঝাঁ ক'রে মতলব ধরে ফেলবে যে! ও জাত যেমন বোকা, আবার তেমনি সেয়না কিনা! আজকে সে কথা পাড়ব। পরীচাঁদের এখনি এখানে আসবার কথা আছে। আর একটা ভারি মজা হয়েছে, পরীরাজ্যের যে সেনাপতি—সত্যসখা না কি তার নাম, সেটা ঐ কালা পরীটার উপর বেজায় পড়তা! আমাদের প্রেমের কথা সে কতক কতক জানতে পেরেছে। বেচারী প্রাণের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ কচ্ছে, খালি বলে জোড়া বন্দুকের গুলিতে দুজনকেই খুন করবো।

সেটার মুখেই কেবল হাম্বা চাম্বা, ভীরুর একশেষ। খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছি, তলোয়ারটা তার কাছে থাকে। আর ফুল আর চাবি—কালা পরী নিজের কাছেই রাখে। তুমি ভেব না, আজ-কালের মধ্যেই আমি সব যোগাড় করে দিচ্ছি।

প্রদোষ। তুমি আমার কাণ কেটে ছেড়ে দিয়েছ ভাই! আমি তোমায় নেহাৎ ভাল মানুষটী বলে জানতেম, তুমি যখন পরীকে পিরীতে ফেলতে পার,—কোন্ দিন মেনকা, উর্ব্বশী, রম্ভাকে টান ধরাবে দেখছি।

লহর। রাজকুমার! আমরা একটু তফাতে দাঁড়াই চল, পরীরাজ্যের সে সেনাপতিটা এই দিকে আসছে। দূরে থেকে রগড়টা দেখবে চল। [উভয়ের প্রস্থান।

(সত্যসখার প্রবেশ।)

সত্য। জোড়া বন্দুকের গুলি! জোড়া বন্দুকের গুলি! আজ আর রক্ষা নাই, কালা পরী আজ ঘাল হবেই। আমায় ছেড়ে মানুষের সঙ্গে চুপি সাড়ে আসনাই চালাচ্চে, জাতের কাঁথায় আগুন দিই, কত দিব্বি দেলাসা গেলে বলেছিল, আমা বই আর জানে না, শেষটা এই দাগাবাজী! কেন বাবা পরা নিয়ে কি আর চল্লোনা! মানুষের থরা প্রেম এতটাই মিষ্টি লাগলো! এইবার বাবা মেয়েমানুষ দেখব, আর জোড়া বন্দুকের গুলি দিয়ে আগা-গোড়া নাক আর চুল ছাঁটতে সুরু করবো, কি নিয়ে বেটীরা পিরীত করতে যায় আমি দেখে নেব। ঐ যে কালা পরীটা এই দিকে আসছে, বোধ হয় সেই মানুষটার সঙ্গে নিরিবিলি দেখা করবার কথা আছে, একটু আড়ালে দাঁড়াই—জোড়া বন্দুকটী কিন্তু বাগিয়ে ধরে রাখি। (অন্তরালে গমন।)

(কালা পরীর প্রবেশ।)

কা, পরী। আহা মানুষটি বেশ! মানুষ যে এমন সুন্দর দেখতে হয়, মানুষের কণ্ঠস্বর এত মধুর হয়, মানুষের কথাবার্ত্তার ভঙ্গী যে এত মনোহর হয়, তা'ত জান্তেম না। নামটীও বড় মিষ্টি—লহর! আমার প্রাণের লহর! কে জা'নত এত সহজে মন আমার টলে যাবে, মানুষের দাসী হবার জন্যে প্রাণ এতটা লালায়িত হবে, মানুষকে বুকে ধরবার জন্যে মত এত ব্যাকুল হবে।

সত্য। (পার্শ্ব হইতে) বটে! মানুষের বুকই বুঝি জুড়বার জায়গা হ'ল? আমি শালা এত দিন ধরে পায়ে পায়ে ঘুরে শেষটা ভেস্তে গেলুম। লাগাই এইবার জোড়া বন্দুক!—না— আর একটু দেখি। শেষ চোটটা কোথায় গিয়ে পড়ে দেখি।

কা, পরী। মানুষে যে এত যত্ন করতে জানে তা আমার ধারণা ছিল না। কত আদর, কত সোহাগ, কত বিনয়, কত অনুনয়, কত রকম কি সব খাবার খাওয়ালে, ত'ার তার যেন এখনও আমার মুখে লেগে রয়েছে। আহা! বেশ মানুষ! বেশ মানুষ! প্রাণ দেবার উপযুক্ত!

সত্য। (একপাশে আসিয়া) না বাবা! আর সহ্য হয় না। উড়ে এসে, জুড়ে বসল, সে মানুষটা হ'ল; প্রাণ দেবার উপযুক্ত। আর আমি বেটা এতদিন বাহন হয়ে ঘুরে বেড়ালুম, আমার বেলায় লবডঙ্কা! ঝেড়ে দিই জোড়া বন্দুক! যা হবার হয়ে যাক। না—না—আর একটু দেখি।

কা, পরী। এইখানে আমার সঙ্গে দেখা ক'রবে বলেছিল, কই এখনও আসছে না কেন? তবে কি আমায় ভুলে গেল নাকি? না—না—সে তেমন মানুষ নয়! তার প্রাণ আছে, প্রাণে প্রেম

আছে, প্রেমে বিশ্বাস আছে। ওই যে আসছে ! আঃ ! নিশ্চিন্ত হলেম।

(লহরের প্রবেশ।)

লহর। এই যে পরীচাঁদ ! তুমি এসেছ ? আমি ত ভেবেছিলেম তোমরা আসমানের জিনিষ, কথাবার্ত্তাও তোমাদের আসমানি রকম, এ অধমকে হয় ত মনেই নাই।

কা, পরী। ছি ছি, তুমি অমন কথা ব'ল না। আমি যে মজেছি, যেচে ধরা দিয়েছি, আমার কি আর উপায় আছে ?

সত্য। (একপাশে আসিয়া) শালী ছিল একলা, হ'ল দোকলা। তার ওপর চলছে পিরীতের মহলা। দিই এইবার জোড়া বন্দুক ছেড়ে !—না, না, গড়ায় কতদুর দেখা যাক। আর খানিকক্ষণ সামলে সুমলে থাকি।

লহর। দেখ পরীচাঁদ ! আমি ত তোমায় বলেছি, আমি সব তাতেই রাজী আছি। কিন্তু পরীর সঙ্গে পিরীত কর্‌তে হ'লে, পরীর ভাব আমাতে ত খানিকটা আসা চাই। যদি তোমা যাদুমন্ত্রের জিনিষ ক'টা আমাকে দাও, তা হ'লে সাহস ক'রে একাযে লাগতে পারি, নইলে বাবা কোনদিন পিঠে চড়ে উড়াবে, হয় ত তাল ঠিক রাখতে পারব না, আসমান থেকে গড়িয়ে, মাটিতে পড়ে হাড়গোড় গুলো চুরমার হয়ে যাবে।

কা, পরী। তুমি ভাবছ কেন ; তোমায় সব দেব। তলোয়ারখানা সেই সেনাপতি মুখপোড়ার কাছে আছে, সেটা আজ রাত্রে যখন ঘুমিয়ে থাকবে, চুপি চুপি চুরি ক'রে এনে নিজের কাছে রেখে দেব। আর ফুল, চাবি, সে ত আমার ঘরেই আছে ! কাল এমনি সময় তলোয়ার, ফুল, চাবি তুমি পাবেই পাবে। বল,

তারপর তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, আমার চোখ ছাড়া হবে না, আমায় কখনও পায়ে ঠেলবে না?

লহর। তোমায় পায়ে ঠেল্‌লে যে খোঁড়া হয়ে যাব, পরীচাঁদ! আচ্ছা আমায় নিয়ে তুমি কি করবে? মানুষ ত একটা জন্তু বল্লেই হয়, তোমার সঙ্গে থেকে কি খেয়ে প্রাণ ধারণ কর্‌ব! চাঁদের সুধায়, আর তারার ডাঁল্লায় ত আমার পেট ভরবে না।

কা, পরী। না না, তোমায় ওসব খেতে হবে না। তুমি সেই গোল গোল, শক্ত শক্ত, মিষ্টি মিষ্টি যে সব জিনিস খাও, তাই খাবে। আমায়ও কদিন খাইয়েছ, তা'র মধুর তার্ এখনও আমি ভুলতে পাচ্ছি না।

লহর। তবু বাবা এখনও রুই মাছের মুড়ো খাওয়াইনি, টিকলির পোলাও খাওয়াইনি; রসগোল্লার চাট্‌নি খাওয়াইনি। এ সব খেলে তখন কি আর পরীর দলে থা'কতে চাইবে? তার ওপর পৌষ মাসের দারুণ শীতে যদি লেপমুড়ি দিয়ে শোও, তা'হলে আর কখনও আস্‌মানে উড়তে চাইবে না, পরীচাঁদ!

কা, পরী। আমায় তুমি যেমন ক'রে রাখিবে, আমি হাসি মুখে থাকবো, কিছু খেতে পাই না পাই তাতে আমার কোন ক্ষতিনাই।

লহর। না বাবা! অনাহারে প্রেম চালাতে আমি রাজী নই। তাহলে বাঁচাবো কদ্দিন বল? ভালও বাসতে হবে, অথচ পেট পুরে খেতেও হবে, সেই হ'ল আসল আস্‌নাই।

কা, পরী। তোমার যা খুসী তাই ক'র, আমায় রাখ আর মার আমি তোমারই। সব ছাড়তে পারি, কিন্তু আমি তোমারই।

(গীত ।)

প্রাণের নিধি তুমি আমার বুকের মাঝে থাক ।
চুপি চুপি দেখব তোমায়, দেখতে দেব না'ক ॥
তুমি আমার নয়ন তারা,
পলকে হই আপন হারা,
চরণ তলে রাখ ফেলে, আদর করে ডাক ।
প্রেমের আলো জ্বালিয়ে তুলে,
মুখে মুখে থাকব ভুলে,
তুমি আমার আমি তোমার, বুকে লিখে রাখ ॥

লহর । তা'হলে পরীচাঁদ, এখন আমি চল্লেম । পোঁটলা পুঁটলী বোচ্‌কা বুচকী যা কিছু আছে, কাল সব নিয়ে আসব । তারপর তালগাছের উপরেই শোওয়াও আর শিমুলগাছের ডাল ধরেই ঝোলাও, সব তা'তেই রাজী আছি । কিন্তু সাফ বলে দিচ্ছি, তলওয়ার, ফুল, চাবি, এ আমার কাল চাই । নইলে বাবা, আমি যেখানকার মানুষ সেইখানেই থাকব ।

কা, পরী । তল্‌ওয়ার, ফুল, চাবি, কাল তুমি পাবে—পাবে—পাবে ।

লহর । বেঁচে থাক পরীচাঁদ ! জন্ম জন্ম এয়োস্ত্রী হও । তোমার মাথায় সিঁদুর পরিয়ে, হাতে নোয়া দিয়ে, তা অক্ষয় ক'রে তবে ছাড়বো । এখন তবে বিদেয় হই ?—রাম—রাম !

[লহরের প্রস্থান ।

(অপর দিক দিয়া সত্যসখার প্রবেশ ।)

সত্য । সাম্‌লা—সাম্‌লা—ওরে শালী বেইমান্—সাম্‌লা ।

এই জোড়া বন্দুকের গুলি তোর খুলি তেগে ছাড়লুম বলে। হায়! হায়! হায়! কত আওতা দিয়ে, কত মাটি খুঁড়ে, কত সার মাখিয়ে, কত জল ঢেলে, আগাছায় ফুল ফোটালুম, শেষটা গুবরে পোকা এসে মধুটুকু খেয়ে গেল বাবা! আমায় ছেড়ে মানুষের প্রেমে মজতে গেলি কি দেখে বল দেখি? আমার কোন খানটায় কিসের অভাব নজর কল্লি? আমার মতন বাঁশী বাজাতে জানে কোন শালা? বেহালার ছড়ি টানতে জানে কোন ওস্তাদ? ঢোলকে বুলি বার করতে পারে কোন বাজিয়ে? তার ওপর চেহারার ত কথাই নাই। আমার অন্নপ্রাশনের সময় দেবরাজ ইন্দ্র নেমন্তনে এসে, আমার রূপ দেখে মোহিত হয়ে আমায় পুষ্যিপুত্তুর নিতে চেয়ে ছিল। এমন একটা সবলুট চিজ্ হাতে পেয়ে, তার মর্য্যাদা বুঝলিনি বাবা? ওই চোখ কাকে ঠোক্‌রাবে, মুখে পোকা পড়বে, বুকের ওপর পুঁজ জমবে, দেখবো বাবা দুঃসময়ে এসে কে সেবা করে?

কা, পরী। যা যা, আমার এখন মন ভাল নাই, আর এক সময় এসে দেখা করিস।

সত্য। মন যে এখন মুচ্‌ড়ে গেছে বাবা, ভাল থাকবে কোথা থেকে? দোমড়ান বাঁশী কি আর বাজে? তলওয়ার দেবে?—ফুল দেবে?—চাবি দেবে? হপ্তা খানেকের ভেতর পিরীত যদি এতটা এগিয়ে গিয়ে থাকে, বছর ফিরলে বোধ হয় কেবল তোর নাকটা খুজে পাওয়া যাবে।

কা, পরী। বেরো বলছি এখান থেকে, তোর গজগজানি আমার আর ভাল লাগে না।

সত্য। তা ত লাগবে না! আগে এই গজ্‌গজানি কোকিল ঝঙ্কারের চেয়েও মধুর লাগতো, এখন হাঁড়িচাঁচার ডাক বলে কাণে বাজছে। আমার দোষ নাই, অনেক সহ্য করেছি—এই দেখ্‌ জোড়া বন্দুক, জোড়া গুলি বেরুলো বলে!—না—থাক্‌। মরে গেলেই ত ফুরিয়ে গেল। যখন দুর্দ্দশায় শিয়াল কুকুর কাঁদবে, পাখনা ঝরে গিয়ে যখন বেঙাচির ভাব ধারণ করবে, তখনকার মজাটা একবার দেখতে হবে। মনে কচ্ছো মানুষের সঙ্গে প্রেম ক'রে সুখী হবে? আগুন ধূ ধূ জ্বালিয়ে দেব বাবা, তোমার একুলও যাবে ও কুলও যাবে। শেষটা অর্ঝরে কাঁদতে হবে। তবে চাঁদ! গোলাম এখন সেলাম বাজিয়ে বিদায় হচ্ছে। দিন কতক আর সাড়া শব্দ পাচ্ছো না। ঠিক সময়ে এসে দেখা দেব। জোড়া বন্দুক সেই দিনকার জন্যে তোলা রইলো।

(গীত।)

বাজিয়ে সেলাম, চল্লো গোলাম, পিরীত তোমার মাথায় থাক্‌।
ভালবাসার মুখেতে ছাই, আশার বাসা চুলোয় যাক ॥
এত কিসের জারি জুরি,
ভাঙ্গব লো তোর ভারি ভুরি,
আসমানেতে ঘর বানান, পুড়ে তোমার হবে খাক।
শুকুবে না চোখের পানি,
চাঁদবদনি, ভাল জানি,
দুনিয়া টুঁড়ে দেখ ঘুরে, বুঝে এস বাজার ডাক ॥

[সত্যসখার প্রস্থান।

কা, পরী। সব যাক, সব আশা ছাই হোক, আমি কারুকে চাই নি—মানুষ—মানুষ! লহর—লহর! অতি সুন্দর! অতি মনোহর! প্রাণ মাতিয়ে দেয়, মন গলিয়ে দেয়, বুক ভরিয়ে দেয়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনের অপর পার্শ্ব।

(লাল পরীর প্রবেশ।)

(গীত।)

ভারি মজা হয়েছে, ভারি মজা হয়েছে।
মানুষ দেখে, কালা পরী মজে গিয়েছে॥

(নীল পরীর প্রবেশ ও গীত।)

হা হুতাশে হচ্ছে সারা, বুক বেয়ে তার বইছে ধারা,
ধরম্, করম্, সরম্, ভরম্ গুলে খেয়েছে।

(সবুজ পরীর প্রবেশ ও গীত)।

নতুনটা এর কিছুই নয়, পিরীত হলেই ভাসতে হয়,
পড়লে ফেরে, মনের জোরে কেউ কি থেকেছে॥

সকলে।—সবাই ঠকেছে, আহা সবাই ঠকেছে।
হাতে তুলে নিজের গায়ে কালি মেখেছে॥

(প্রদোষ ও লহরের প্রবেশ।)

প্রদোষ। এই যে, লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরী তোমরা এখানে? ভগবানের আশীর্ব্বাদে, তোমাদের শুভ ইচ্ছায়, বোধ

হয় এইবার আমার কৃতকার্য্য হ'বার সময় এসেছে। মায়া তর-বারি, মায়া ফুল, মায়া চাবি আজই হস্তগত হবার সম্ভাবনা। যত-ক্ষণ না রাজকুমারীর নিদ্রাভঙ্গ করতে পাচ্ছি, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হ'তে পাচ্ছি না। ইনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, এঁর মুখেই সকল বিব-রণ তোমরা অবগত হবে।

লা, পরী। আমাদের আর শোনাবে কি? আমরা সবই জানি। কতদূর এগিয়েছে, কি হ'ল না হ'ল, তোমার বন্ধু কি কচ্ছেন না কচ্ছেন, সব কথাই আমরা আগে থাকতে জানি।

নী, পরী। রাজকুমার! তোমার বন্ধুটী একটী রত্ন বটে! মানুষ হ'য়ে পরীকে প্রেমে ফেলা, বড় সোজা বাহাদুরীর কায নয়!

স, পরী। তোমার বন্ধুটির ভাগ্যি ভাল! এইবার খালি হাঁসে চড়ে উড়ে বেড়াবেন, পারিজাতের মালা পরবেন, আর চাঁদের সুধা কোঁৎ কোঁৎ ক'রে গিলবেন।

প্রদোষ। তোমাদের এতটা আপ্‌শোষের কোন কারণ নাই! বন্ধুটী আমার খুব লায়েক! তোমরা যদি রাজি হও, তোমাদেরও সদগতি করতে ইনি প্রস্তুত আছেন। কালা পরী হয়েছেন প্রাণেশ্বরী, লাল পরী হবেন মুখেশ্বরী, নীল পরী হবেন ঠোঁটেশ্বরী, আর সবুজ পরী হবেন বুকেশ্বরী!

লহর। না বাবা, জানটাকে এমন ক'রে হেলায় হেনস্তায় লুটিয়ে দিতে রাজি নই! এক জোড়া পাখনার চোটেই কি হয় দেখ, তার ওপর চার জোড়া পাখনা এক হলে, কেবল ত ঘুরপাকই খেতে থাকব, পিরীত করব কখন?

লা, পরী। না, না, তুমি একটা নিয়েই সুখে থাক! আমরা আর তোমার ওপর জুলুম করব না।

নী, পরী। ওগো, তুমি অমনি বেঁচে থাক।

স, পরী। বলি, পরী নিয়ে সামাল দিতে পারবে ত? শেষটা যেন কেলেঙ্কারী ক'রে ফেল না।

লহর। উপসংহারে কি দাঁড়ায় বলতে পারি নি, কিন্তু আমিও এক হাত লড়ব, সোজায় ছাড়ছি নি।

প্রদোষ। ওহে লহর, পরীরাজ্যের সেই সেনাপতিটা এইদিকে আসছে। বোধ হয় তোমাকেই খুঁজছে। বেচারী প্রাণে বড় দাগা পেয়েছে। কাঁটায় কাঁটা তোলবার জন্যে তোমার কাছে সাহায্য চাইবে বোধ হয়।

লা, পরী। আমরা এখন সরে পড়ি। আমাদের দেখলেই বুঝবে এ সবের ভেতর আমরা আছি।

নী, পরী। দেখ লহর কুমার, ওর হা হুতাশ দেখে যেন ভুলে যেও না।

স, পরী। সে আক্কেল তোমায় আর দিতে হবে না, কালা পরী ওঁকে মস্‌গুল ক'রে ছেড়েছে। রাজকুমারের একটা হিল্লে হ'লে, আমরা নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।

লা, পরী। আমরা তবে এখন আসি।

[পরীত্রয়ের প্রস্থান।

প্রদোষ। কি হে, আমি যাব, না থাকব?

লহর। একটু থেকেই যাও না। ভাবের ঢেউ কি ভাবে ওৎলায়, খানিকটা দেখই না।

(সত্যসথার প্রবেশ।)

সত্য। ভয় নাই! ভয় নাই!—পালিওনা, পালিওনা! জোড়া

বন্দুক—মার্‌ব না, জোড়া বন্দুক—মারব না! এখন হ'তে তোমাদের বন্ধু, তোমাদের ভালর জন্যে এসেছি।

লহর। কে ও সেনাপতি মহাশয়, ভাল আছেন ত?

সত্য। ভাল আছি কি মন্দ আছি, তুমি ত খুব ভাল জান বাবা! বুকের ওপর ঢেঁকি চালাচ্চ, আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছো ভাল আছি কি না! তা বাবা, তোমার দোষ আমি দিই না, মেয়েমানুষ না নিজে বিগ্‌ড়ালে, কার সাধ্যি তাকে খারাপ করে! সে শালী পড়্‌লো আছড়ে, পিছড়ে, তোমার পিরীতে, তোমার অপরাধ কোনখানটায় বল?

প্রদোষ। সেনাপতি মহাশয়, আপনার কি বিশ্বাস আমার বন্ধুটী কালা পরীকে খুব ভালবাসে?

সত্য। এ কথার উত্তর ত তুমি নিজেই দিতে পার। এমন জুয়ান মর্দ্দ কখন কি কারুকে ভালবাস নি? নিজের বুকে হাত রেখে বল না বাবা! যে যাকে ভালবাসে, তার মনের বিশ্বাস, পৃথিবীশুদ্ধ লোক তার ভালবাসার জিনিষকে ভালবাসে। আমার কালা পরীর জন্যে প্রাণ যায়, কাযেই আমার মনে হয়, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র পর্য্যন্ত তার জন্যে আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে বসে আছেন।

প্রদোষ। আপনার ধারণা ঠিক নয়। আমরা মানুষ, পরী নিয়ে কি আমরা পেরে উঠতে পারি। আমার বন্ধুটী কোন কার্য্যোদ্ধারের জন্য কালা পরীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় কচ্ছেন।

সত্য। এঁ্যা!—সত্যি নাকি! প্রেমের অভিনয় কচ্ছেন—প্রেমের অভিনয় কচ্ছেন? তা বাবা চট্‌পট্‌ যবনিকা খানা ফেলে দাওনা, আমিও জুড়ুই, তোমরাও জুড়োও।

লহর। কালা পরীর কাছ থেকে কোন কোন জিনিষ সংগ্রহ করবার জন্যে, আমরা তার আনুগত্য স্বীকার করেছি, আপনি কি তা জানেন না ?

সত্য। সব জানি গো, সব জানি। তোমাকেও জানি, ঐ প্রেমিক রাজকুমারকেও জানি, চন্দ্রধ্বজ রাজার মেয়ে মায়াবতীকেও জানি। কালা পরীর অভিশাপে তিনি একশ বছরের মত পা ঢেলে দিয়েছেন, তাও জানি। লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরীর পরামর্শে, কালা পরীর যাদুবিদ্যার প্রধান অস্ত্র তলোয়ার, ফুল, চাবি, তোমরা সংগ্রহ ক'রে রাজকুমারীর ঘুম ভাঙ্গাতে যাবে, এ কথাও জানি। কিন্তু বাবা মাঝ থেকে এ অভাগাকে গৃহ শূন্য করবার মতলব করেছ কেন বল দেখি ?

প্রদোষ। যে মূহুর্ত্তে আমরা তরবারি, ফুল, চাবি হস্তগত করব, সেই দণ্ডে আমার বন্ধু তোমারি কালা পরীকে ভগ্নী বলে সম্বোধন ক'রবে।

লহর। তা'তেও যদি সেনাপতি মহাশয়ের বিশ্বাস না হয়, তার চেয়ে ওপর কোটায় যেতে রাজি আছি।

সত্য। তোমরা লোক ভাল—তোমরা লোক ভাল! আমার যা আছে সর্ব্বস্ব তোমাদের দিতে রাজি আছি। কেবল জোড়া বন্দুক হাত ছাড়া ক'রতে পা'রব না। শে শালীকে এরই গুলিতে খুন করবোই করবো। যে মায়া তরবারি খুঁজ'ছ তা আমার কাছেই আছে। তোমায় দিচ্ছি—এই নাও। (মায়া তরবারি প্রদান) এই তরবারির সাহায্যে তুমি সেই রাজপ্রাসাদ বেষ্টিত ভীষণ অরণ্য ভেদ করে অনায়াসেই অগ্রসর হ'তে পারবে। বাঘ,ভাল্লুক,সিঙ্গী তোমার কিছুই ক'রতে পা'রবে না। মায়া ফুল ও চাবী, কালা পরী শালী

এখনি তোমার কাছে নিয়ে আসবে। তারপর রৈ রৈ ক'রে রাজ-কুমারীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হও! রাজকুমার যেই তার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে নাম ধরে ডাকবে, তখনি চেতনা হবে। কিন্তু বাবা, আমি আড়াল থেকে শু'নব, তুমি ভগ্নী বলে সম্বোধন কর কি না। যদি আমার সঙ্গে দাগাবাজী কর, তা হলে এই জোড়া বন্দুকের গুলি— ব্যস্, আর দেখতে হবে না।

লহর। সে বিষয় আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। দাগাবাজীর স্রোত আপনাদের পরীরাজ্যে যতটা প্রবাহিত হয়, আমাদের মানুষের ভেতর তার চেয়ে ঢের কম। বুঝতে পাচ্ছেন না, আমরা যে এখনও উড়তে শিখি নি।

প্রদোষ। সেনাপতি মহাশয়, আপনি একটু অন্তরালে দাঁড়ান, ঐ দেখুন কালা পরী আসছে। হাতে ফুল আর চাবি রয়েছে। জগদীশ্বর বোধহয় মুখ তুলে চেয়েছেন, কার্য্যসিদ্ধির আর বিলম্ব নাই।

সত্য। ওঃ! শালী নদর গদর ক'রতে ক'রতে নাগরের জন্যে ফুল আর চাবি নিয়ে আসছে। দিই জোড়া বন্দুকের গুলি ঝেড়ে, যা হবার হয়ে যাক্।

প্রদোষ। না—না, সব দিক বেপালট ক'রবেন না। তাতে আপনারও ক্ষতি, আমারও ক্ষতি।

সত্য। আচ্ছা তবে থাক্—আজকের দিনটা থাক্। তবে আমি একটু আড়ালে দাঁড়াই। দেখ বাবা, আবার বলছি দাগাবাজী ক'র না। তাহলে এই জোড়া বন্দুকের গুলি! (অন্তরালে গমন।)

লহর। রাজকুমার, তুমি যা বল, খুবই ঠিক! পিরীতে পড়লে দেবতা মানুষ, পরা পরী সব এক হ'য়ে যায়।

প্রদোষ। এর আর নূতনত্ব কি বল! সৃষ্টির প্রথম থেকেই এই ভাব চলে আসছে। দেখ, তলোয়ারটা লুকিয়ে ফেল, কালা পরী না দেখতে পায়।

(কালা পরীর প্রবেশ।)

লহর। এই যে পরীচাঁদ এয়েছ? আমরা ত হতাশ হ'য়ে পড়েছিলেম, মনে করলেম তুমি বুঝি আর এলে না।

কা, পরী। তা কি পারি! প্রাণ পড়ে রয়েছে তোমার কাছে। এই নাও ফুল, আর এই নাও চাবি; তলোয়ার এখনও যোগাড় কর্‌তে পারি নি, আজ কালের মধ্যেই এনে দেব। এই বার বল তুমি আমার হবে!

লহর। সে কথা পরে হচ্চে! আমার এই বন্ধুটির প্রতি একটু নজর ক'রে দেখ দেখি! একে বেশী পছন্দ হয়, না আমায় পছন্দ হয়?

কা, পরী। এ সব কি কথা? আমি তোমায় ভালবাসি, তোমায় চাই। তোমায় প্রাণ দিয়েছি, তোমার পায়ের দাসী হয়েছি।

প্রদোষ। তা বটে; কিন্তু আমি যে তোমাতে মজে গেছি, একটু আড়নয়ন মেরে দেখ না, আমার চেহারাটাও নেহাৎ ফেল্‌না নয়! আরও কি জান, আমরা দুই বন্ধুতে এক প্রাণ। ও যা পায়, আমায় অর্দ্ধেক দেয়, আমি যা পাই, ওকে অর্দ্ধেক দিই। এক কায করা যাক এস! দুজনে আমরা ভাগাভাগী ক'রে তোমার সঙ্গে প্রেম করি। আজ কালের বাজারে ওটা খুব চলন হয়েছে।

কা, পরী। ছি! ছি! কে তুমি? এ সব কথা মুখে আনচ্চ

তোমার লজ্জা হচ্ছে না ? তুমি কি জান না—প্রাণ ভাগ ক'রে দেবার জিনিস নয়।

লহর। যাক যাক, ওসব কথা থাক ! দেখ পরীচাঁদ ! আমাদের জন্যে যখন এতটা করেছ, তখন আমি তোমার হবই, কিন্তু একটা কথা আছে। ডানা জোড়াটি তোমার কেটে ফেল্‌তে বে—কি জানি বাবা, ফস্‌ ক'রে কোন দিন উড়ে যাবে! শেষটা আমায় বুক চাপড়ে মরতে হবে।

কা, পরী। তোমায় যে আজ নতুন মানুষ দেখছি। তোমার মুখে যে আজ নতুন কথা শুন্‌চি। তোমার চোখে যে আজ নতুন ভাবের বিকাশ দেখছি ! চাতুরী ! চাতুরী !—ঘোরতর চাতুরী ! আমার যাদুবিদ্যের অস্ত্র হস্তগত ক'রে, আমায় নিঃসম্বল ক'রে, আমার সমস্ত বল কেড়ে নিয়ে, এখন আমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার ! যদি মঙ্গল চাও, আমার সঙ্গে চলে এস ; নইলে এই মুহূর্ত্তে তোমার সর্ব্বনাশ করব ; তোমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত পৃথিবী হ'তে লুপ্ত হবে।

লহর। তাই ত পরীচাঁদ একেবারে যে মুদারায় চড়ে উঠলে। তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না ; আর তোমার কোন ক্ষমতাই নাই। এই দেখ—সেই মায়া তরবারি ! আর তোমার অনুগ্রহে মায়া ফুল, মায়া চাবি আমাদের অধিকারে এসেছে। আমাদের মন্দ করবার আর তোমার শক্তি কি ? তুমি একজনকে ঠকিয়ে আমার সঙ্গে প্রেম ক'রতে এসেছ, আবার আমার বুকে শেল দিয়ে, আর একজনের সঙ্গে প্রেম করবে ? তোমায় বিশ্বাস কি চাঁদ ? শোন বাবা, যে যেখানে আছ আমি ডাক ফুকুরে বল্‌ছি, আজ থেকে কালা পরী আমার ভগ্নী—আমার ভগ্নী।

চলে এস রাজকুমার, আর আমাদের এখানে থাকবার প্রয়োজন নাই।

প্রদোষ। কেমন ঠকন্ ঠক্‌লে পরীচাঁদ? আমার মতলব শুনে ভাগাভাগী ক'রে প্রেম কর্‌তে রাজি হ'লে, তোমার সব দিক যেত না।

[প্রদোষ ও লহরের প্রস্থান।

কা, পরী। কি হ'ল! কেন এমন হ'ল? কি দোষে আমার এ সর্ব্বনাশ হ'ল? আমার শক্তি গেল, সম্বল গেল, প্রাণ গেল, প্রেম গেল! আর কি নিয়ে বাঁ'চব? কি নিয়ে থাকবো?

(সত্যসখার প্রবেশ।)

সত্য। কেমন বাবা! আমায় ছেড়ে প্রেম কর্‌তে গেছলে, তার ফল হাতে হাতে পেয়েছ? বড় যে পিরীতের অশদ্ গাছ খাড়া ক'রে তুলেছিলে, কেমন গোড়ায় কুড়ুল পড়েছে!, কচুরী, জিলিপি, পাস্তয়া খেয়ে মুখের তার খারাপ হ'য়ে গেছলো—না? এইবার ময়রার দোকানে দোকানে ঘোর, আর কেউ সোহাগ ক'রে, ঠোঁঙা ভরে এনে মুখের সামনে ধর্‌ছে না সোণারচাঁদ! আর কি, সব দিকে ত ইস্তফা পড়েছে, এইবার চুপ ক'রে দাড়া! আমি জোড়া বন্দুক বার করি।

কা, পরী। মার, মার, দোহাই তোমায় আজই আমার সব শেষ ক'রে দাও! বাঁচবার সাধ আমার আর একটুও নাই।

সত্য। তাই ত! প্রেমের আবেগে এখনও যে ডগ মগ দেখছি! মানুষটা পায়ে ঠেলে ভগ্নী বলে নিজের কাজ বাগিয়ে

চলে গেল। তবু তার জন্যে এখনও ছট্‌ফট্‌ কচ্ছিস ; তোর এখন আরও দুর্দ্দশা আছে! চরকায় সুতো কাটতে হবে, চট সেলাই কর্‌তেহবে, গোল্লাঝাড়ুমীর সর্দ্দারণী হ'তে হবে, এখন তোর হয়েছে কি ?

কা, পরী। আমায় ক্ষমা কর—আমায় ক্ষমা কর, তোমার কাছে আমি অনেক দোষের দোষী! তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি, সব ভুলে যাও, আবার আমায় পায়ে স্থান দাও। (ক্রন্দন)

সত্য। ওরে কাঁদিসনি, কাঁদিসনি! তোর চখে জল দেখে আবার আমি সব ভুলে যাচ্ছি! আচ্ছা এবারটা তোকে ক্ষমা থেন্না করে নিলুম, কিন্তু বাবা, আবার যদি কখন দাগাবাজী কর, তা হলে এই জোড়া বন্দুকের গুলি!

(সত্যসখা ও কালা পরীর গীত।)

সত্য।—নতুন পিরীত শুন্‌তে জবর, সুখের বেলায় কেবল ছাই।
দু'দিন বটে মজায় কাটে, শেষের দিকে কিছুই নাই॥

কা, প।—নাকে কাণে দিচ্চি খৎ, প্রেমের পায়ে দণ্ডবৎ,
যারে নিয়ে ঘর করেছি, মনের মতন আমার তাই,
চোক ফুটেছে ঘুম ভেঙ্গেছে, আর কি আমি নতুন চাই।

সত্য।—দেখো চাঁদ সাম্‌লে থেক, বল্‌লে যা তা মনে রেখ।
দুনিয়াখানা বেজায় বাঁকা, দেখে শুনে বুঝ্‌লে ভাই॥

উভয়ে।—র্‌কম ছেড়ে, নরম হয়ে, ঘরে চলে যাই॥

(লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরী ও অন্যান্য পরীগণের
প্রবেশ ও গীত।)

সেলাম সেলাম কালাপরী, বালাই নিয়ে তোমার মরি,
খুঁজে দেখি, পারি, হারি, তোমার জোড়া পাই,
(যদি) তোমার জোড়া পাই।
পায়ের ধূলোর নাড়ু করে মনের সাধে খাই,
(আমরা) মনের সাধে খাই॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গভীর অরণ্য।

(ব্যাঘ্র, ভল্লুক ইত্যাদি বিচরণ করিতেছে।)
(শূন্যে সঙ্গীত।)

প্রেমিক হলে প্রেমের বলে সকল কাযে জয়।
আশার সুসার হবেই যে তার কি ছার মিছার ভয়॥
যেখানেতে ছুঁচ না চলে,
বেটে সেথায় সোজায় গলে,
বিধির বিধান উল্‌টে ফেলে, মনের মতন আপনি হয়॥
সাগর জলে ভেলা চলে, মধুর মলয় মৃদুল বয়॥

(প্রদোষ ও লহরের প্রবেশ।)

প্রদোষ। মধুর সঙ্গীত! প্রাণ যেন উধাও হয়ে শূন্যপথে ছুটে চলেছে। কালের কি বিচিত্র গতি! রাজা চন্দ্রধ্বজের সেই সুরম্য উদ্যান কি ভীষণ কণ্টকপূর্ণ অরণ্যানীতে পরিণত হয়েছে। যথায় সুকুমারসৌন্দর্য্যরূপিণী রমণীগণ পরমানন্দে পরিভ্রমণ ক'রত, আজ তথায় নরশোণিত লোলুপ হিংস্র পশুগণ অবাধে বিচরণ কচ্ছে! যদিও আমরা দৈববলে বলীয়ান হ'য়ে এই অরণ্যপ্রদেশে প্রবেশ করেছি, তবু কিসের একটা আতঙ্ক যেন সমস্ত দেহটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে! ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ, অতৃপ্তি অন্তরের ওপর যেন আধিপত্য স্থাপন করেছে। কোথায় যাচ্ছি, কি ক'রব, কি হবে কিছুই বুঝতে পারি নি।

লহর। দেখ ভাই, তোমার ও কবিত্বপূর্ণভাষার ঝঙ্কার এখন একটু থো কর। ভাবুকতার পরিচয় দেবার ঢের সময় আছে, এখন এগিয়ে চল, তরোয়াল খানা বাগিয়ে ধর। প্রেমিক ভল্লুক আলিঙ্গন দেবার জন্য এগিয়ে আসছেন, রসরাজ পশুরাজ সোহাগ করে মুখ ব্যাদান করছেন। নিরীহ ব্যাঘ্র মহোদয় "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" শিক্ষা দেবার জন্যে, একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন। একটু এদিক ওদিক হলেই এইখানেই ইতিবৃত্ত শেষ ক'রতে হবে। রাজকুমারীরও ঘুম ভাঙ্গবেনা, তোমারও আইবুড়ো নাম ঘুচবে না। ওহে বেজায় গর্জ্জন, বিকট আওয়াজ, তলোয়ারখানা খাপ থেকে খোল।

প্রদোষ। (তরবারি খুলিয়া) কোন চিন্তা নাই, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে এস। কি আশ্চর্য্য! মায়া তরবারির কি অদ্ভুত প্রভাব! হিংস্র পশুর দল ভয়চকিত হয়ে পশ্চাদ পদ হচ্চে! ঐ

দেখ, একে একে পলায়ন কচ্ছে। শোন, শোন ! আবার শূন্যে মধুর সঙ্গীত আবার শোনা যাচ্ছে।

(শূন্যে সঙ্গীত।)

যেখানেতে ছুঁচ না চলে, বেটে সেথায় সোজায় গলে,
বিধির বিধান উলটে ফেলে, মনের মতন আপনি হয়।
সাগর জলে ভেলা চলে, মধুর মলয় মৃদুল বয় ॥

লহর। গান শোনবার ঢের সময় পাবে, চল, এগিয়ে চল !

প্রদোষ। যাই কি করে ? কাঁটাবনে যে পথ আচ্ছাদিত করে রেখেছে।

লহর। তার জন্য ভাবনা কি, মায়া ফুলটা এক একবার ছোঁয়াতে আরম্ভ কর, এখনি কাঁটাবন অদৃশ্য হয়ে যাবে। তবকে তবকে গোলাপ ফুল ফুটে উঠে সৌগন্ধে মাত করে দেবে।

প্রদোষ। ঠিক বলেছ, তাই করা যাক ! (মায়া ফুল স্পর্শ করাইবামাত্র সমস্ত কণ্টকবন সুরম্য উদ্যানে পরিণত হওন।)

লহর। বাহবা কালা পরী ! বেঁচে থাক চাঁদ, অনেক কাল তোমায় মনে থাকবে। তার সঙ্গে ব্যবহারটা বড় ভাল হয়নি, মনে মনে কত অভিশাপই দিচ্ছে।

প্রদোষ। হাত ছাড়া করবার দরকার কি ? তুমিও একটু নেক নজর করলেই কালা পরী এখনি এসে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে।

লহর। না ভাই, পরীর সঙ্গে পিরীত করতে গিয়ে শেষটা পাখনা গজিয়ে উঠবে, আয়েস করে চিৎ হয়ে শুতে পাব না। চল, এইবার রাজকুমারীর যা হয় একটা গতি কর। নাও—

আর একবার ফুলটা ছোঁয়াও, এই দিককার কাঁটাবনটা সরে গিয়ে, রাজকন্যার ঘরটা বেরিয়ে পড়ুক।

প্রদোষ। ঠিক বলেছ, শুভকার্য্যে বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

(ফুল ছোঁওয়াইবা মাত্র পটপরিবর্ত্তিত হওন, নিদ্রিত রাজা চন্দ্রধ্বজ ও নিদ্রিত রাজপুত্রগণের প্রকাশ হওন ।)

লহর। রাজকুমার! আমরা যে অবস্থায় দেখে গেছলুম, সকলেই ঠিক সেই অবস্থায় ঘুমুচ্ছে দেখ। যাও, এইবার দুর্গা বলে, রাজকুমারীকে ছুঁয়ে ফেল দিকি, উনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠুন। তুমি ঠাণ্ডা হও, আমি ঠাণ্ডা হই, দুনিয়া ঠাণ্ডা হোক।

প্রদোষ। আহা কি মনোহর রূপ! কি সুন্দর মুখচ্ছবি, কি অপরূপ লাবণ্য, প্রাণ ভরে গেল! প্রাণ উৎসর্গ করে বন্ধন পরবার এই উপযুক্ত পাত্রী—মায়াবতি—মায়াবতি! (স্পর্শ মাত্রেই মায়াবতীর চৈতন্য হওন।)

মায়া। একি! আমি কোথায়? এ যে আমাদেরই সেই উদ্যান দেখছি! মনে হচ্ছে যেন কতকাল অচেতন হয়ে পড়ে ছিলেম।

প্রদোষ। রাজকুমারি! তোমার স্মরণ হয় কি, কালা পরীর অভিশাপে তুমি নিদ্রিত হয়ে পড়েছিলে? শত বৎসরের মধ্যে তোমার নিদ্রাভঙ্গ হবে না, এইরূপ শাপগ্রস্ত হয়ে ছিলে?

মায়া। হাঁ, হাঁ, মনে পড়েছে। সে দিনের ঘটনা মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত আমার স্মরণ থাকবে। কিন্তু রাজকুমার, আমি যদি জানতেম, তুমি এসে আমার ঘুম ভাঙ্গাবে, তা হলে সহস্র বৎসর অচেতন থাকলেও আমার কোন দুঃখ ছিল না।

কেয়া মজেদার!

(গীত।)

এস হে হৃদয়ে এস হৃদয় রতন।
জীবনে মরণে প্রাণে তোমারি আসন॥
মরমে মরম ব্যথা, কহিতে বাজিত ব্যথা,
অরুণ কিরণে ভাতে নবীন জীবন।
ফুটিল ঘুচিল আজি মোহ আবরণ॥

লহর। রাজকুমার! তুমি একটা রীতিমত প্রেমিক বটে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ জমাটী করে নিয়েছ। আমারও এক খানা গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু কি ক'রব, ভগবান গলা দেন নি, মনের ক্ষোভ মনেই রহিল।

চন্দ্র। (নিদ্রাভঙ্গের পর) কি চমৎকার স্বপ্নই দেখছিলাম! এ স্বপ্ন যদি সত্য হয়, আমি এই দণ্ডে মরতে প্রস্তুত আছি! এই যে প্রদোষ! এই যে মায়াবতী! জয় জগদীশ্বর! তোমার কৃপায় কালা পরীর অভিশাপ এত দিনে মোচন হ'ল! আমার পরম সৌভাগ্য, প্রদোষকে আমি জামাতারূপে পেলেম। কেমন, মায়াবতি! বর তোমার মনোনীত হয়েছে ত?

মায়া। আমি জানি নি।

লহর। মা লক্ষ্মী আমার লজ্জায় একটু কুঁতু মুতু কচ্ছেন। বর খুবই মনঃপূত হয়েছে। একশ বছরের জায়গায় হাজার বছর ঘুমুতে চাই ছিলেন।

প্রম রা, পু। (নিদ্রাভঙ্গে) কি রকম বাবা! এমন বেয়াড়া ঘুমও ত কখন ঘুমুই নি! এই যে, যে যার সব খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওকি ! রাজকুমারী যে আর এক জনের বাঁয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে দেখছি ! যাঃ, তবেই আমার কপালে তেঁতুল গোলা।

২য় রা, পু। (নিদ্রাভঙ্গে) রাজকুমারি, রাজকুমারি, এমন ঘুম কি পাড়াতে হয় বাবা ! সাড়া শব্দটি নাই, অঘোর হয়ে পড়েছিলেম। কই—কোথায় ? ওকি ওঃ ! বুঝেছি বুঝেছি ! ষাঁড়ের ধন বাঘে কেড়ে নিয়েছে।

৩য় রা, পু। (নিদ্রাভঙ্গে) পিপে পিপে মদ ওড়ান গেছে বাবা, এমন নেশা ত কখন হয়নি ! মদের ঝোঁকেই কি বেঁহুস্ হয়ে পড়েছিলেম ? কই—রাজকুমারী কোথায় ? হরিবোল হরি। ও যে আর একজনের গা ঘেসে দাঁড়িয়েছে দেখছি, তবে আর উপায় কি ? শুকনো মুখেই বিদায় হওয়া যাক।

৪র্থ রা, পু। (নিদ্রাভঙ্গে) ঘুম বটে বাবা, অনেক কাল এ ঘুমের কথা মনে থাকবে। এইবার আড়ামোড়া দিয়ে ওঠা যাক। রাজকুমারী আমার জন্যে কত হা হুতাশ কচ্চে। ঐ যে রাজকন্যা ! ওকি বাবা ! ও মূর্ত্তি আবার কে ! আমার দিকে চেয়ে মুচকে মুচকে হাসছে ! বুঝেছি, বুঝেছি, কেল্লা দখল হয়ে গেছে, আমাদের আর আশা, ভরসা নাই।

(সত্যসখা ও কালা পরীর প্রবেশ।)

সত্য। বল শালী। সকলের সামনে লহরকে ভাই বলে ডাক। নইলে এই জোড়া বন্দুক ঝাড়লুম বলে। বল লহর আমার ভাই।

কা, পরী। লহর আমার ভাই।

সত্য। আবার বল—লহর আমার ভাই।

কা, পরী। লহর আমার ভাই।

কেয়া মজেদার !

সত্য। আবার বল্—না না থাক, দুবারই যথেষ্ট হয়েছে।

প্রদোষ। কি সেনাপতি মহাশয়, আপনাদের সব মিটে টিটে গেল নাকি ?

সত্য। কি করি বল, করণীয় ঘর নেহাতি ফেল্‌তে পারলুম না।

লহর। সকলেরই যাহোক একটা গতি হয়ে গেল, আমিই কেবল ফুট রয়ে গেলেম। প্রথম খণ্ডে ত হ'ল না, দ্বিতীয় খণ্ডে দেখা যাবে। যাহোক ব্যাপার খুব মজাদারই বটে !

সত্য। নিশ্চয়—নিশ্চয় ! আমি ত মস্‌গুল হয়ে গেছি ! কেয়া মজেদার ! কেয়া মজাদার !!! কেয়া মজেদার !!

সকলে। কেয়া মজেদার ! কেয়া মজেদার !! কেয়া মজেদার !!!

(লাল পরী, নীল, পরী, সবুজ, পরী ও অন্যান্য পরীগণের প্রবেশ, সমবেত সঙ্গীত।)

খেলা কেয়া মজেদার, কেয়া মজেদার, কেয়া মজেদার ॥
আমোদ উঠে ফোয়ারা ছোটে, সাবাস গুল্‌জার ॥
নেহাৎ ফাঁকা মজা নয়,
দেখলে পরে, যা হ'ক কিছু—মনের বিকাশ হয়,
মন্দ ভাল দুইই আছে, হাসির একাকার।
দোষে গুণে মিশেল করে, ধরছি ডালা সোহাগ ভরে,
বড় দিনের আমোদ, হাসি খুসীর বেজায় বাহার ॥

যবনিকা পতন ॥